[২০২০] ৯ এস. সি. আর. ৩৩০

গুজরাট রাজ্য

বনাম

মানসুখভাই কানসিভাই শাহ

(২০১৮ সালের ফৌজদারি আপিল নং ৯৮৯)

এপ্রিল ২৭, ২০২০

[এন. ভি. রমনা, মোহন এম. শান্তনগৌদার এবং অজয় রস্তোগি, বিচারপতিগণ]

দুর্নীতি প্রতিরোধ আইন, ১৯৮৮: ধারা ২(গ)(xi) – অনুমোদিত বিশ্ববিদ্যালয় – অনুমোদিত বিশ্ববিদ্যালয় কি দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের বিধানের আওতার বাইরে – রায়ঃ দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের উদ্দেশ্য কেবল ঘুষ ও দুর্নীতির সামাজিক কুপ্রথা প্রতিরোধ করা নয়, বরং সেই সকল ব্যক্তির ক্ষেত্রেও এটিকে প্রযোজ্য করা যারা প্রথাগতভাবে সরকারি কর্মচারী হিসেবে বিবেচিত নাও হতে পারেন – দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের উদ্দেশ্য হলো ঐতিহ্যগতভাবে যাদের সরকারি কর্মকর্তা বলা হয়, তাদের থেকে নজর সরিয়ে সেইসব ব্যক্তির দিকে নিয়ে আসা যারা জনসেবামূলক কর্তব্য পালন করেন – এই বিষয়টি মাথায় রেখে, এটি বলা যায় না যে একটি "অনুমোদিত বিশ্ববিদ্যালয়" এবং এর কর্মকর্তারা, একটি সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয় এবং এর কর্মকর্তাদের চেয়ে কম বা ভিন্ন কোনো জনসেবামূলক কর্তব্য পালন করেন – অতএব, একটি "অনুমোদিত বিশ্ববিদ্যালয়" দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ধারা ২(গ)(xi) এর অধীনে "বিশ্ববিদ্যালয়" শব্দের আওতা থেকে বাদ পড়ে না।

দুর্নীতি প্রতিরোধ আইন, ১৯৮৮: ধারা ২(গ) – সরকারি কর্মচারী, সংজ্ঞা-রায়ঃ দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ধারা ২(খ) এর ভাষা নির্দেশ করে যে, যে কোনো কর্তব্য যা রাষ্ট্র, জনগণ বা বৃহত্তর সম্প্রদায়ের স্বার্থে সম্পাদিত হয় তাকে জনসেবামূলক কর্তব্য বলে – ধারা ২ এর প্রথম ব্যাখ্যা আরও স্পষ্ট করে যে, ধারা ২ এর অধীনে উল্লিখিত যেকোনো শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তি একজন সরকারি কর্মচারী, সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হোক বা না হোক – দ্বিতীয় ব্যাখ্যাটি আওতা আরও প্রসারিত করে প্রতি এমন ব্যক্তিকে অন্তর্ভুক্ত করে যিনি কার্যত একজন সরকারি কর্মচারীর কাজ সম্পন্ন করেন, এবং তাকে কোনো আইনি ত্রুটি বা কারিগরি কারণে সরকারি কর্মচারীর আওতার বাইরে রাখা উচিত নয়।

দুর্নীতি প্রতিরোধ আইন, ১৯৮৮: ধারা ৭, ৮, ১০, ১৩(১)(খ) এবং ১৩(২) – অনুমোদিত বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রাস্টির বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র উত্তরদাতার বিরুদ্ধে অভিযোগপত্রে, যিনি একটি অনুমোদিত বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রাস্টি, স্পষ্টভাবে প্রকাশ করা হয়েছে যে তিনি কথিতভাবে শিক্ষার্থীদের পরীক্ষার ফর্ম পূরণ করার সুযোগ দেওয়ার অজুহাতে নির্ধারিত ফির উপরে নির্দিষ্ট অতিরিক্ত অর্থ সংগ্রহ করছিলেন।

অভিযোগে, অভিযোগ করা হয়েছিল যে উত্তরদাতা সহ-অভিযুক্তকে ২০ লক্ষ টাকা দেওয়ার দাবি করেছিলেন, অন্যথায় অভিযোগকারীর মেয়েকে পরীক্ষায় বসতে দেওয়া হবে না – রায়ঃ উত্তরদাতার নেওয়া যুক্তি ছিল যে তিনি "সুমন্দীপ চ্যারিটেবল ট্রাস্ট"-এর একজন ট্রাস্টি এবং "সুমন্দীপ বিশ্ববিদ্যালয়"-এর সাথে তার কোনো সম্পর্ক নেই – নিম্ন আদালত ট্রাস্ট এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে সংযোগ, সেইসাথে বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে উত্তরদাতার সম্পর্ক বিশ্লেষণ করতে ব্যর্থ হয়েছে – প্রাথমিকভাবে , একটি গুরুতর সন্দেহ তৈরি হয়েছে যে উত্তরদাতা শিক্ষার্থীদের এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার দিকটি নিয়ে কাজ করে তার পরিষেবা দিচ্ছিলেন – কিন্তু উত্তরদাতার বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে তার সঠিক অবস্থান সম্পর্কে সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর আগে প্রমাণের বিস্তারিত মূল্যায়ন প্রয়োজন – সিআরপিসি-র ২২২ ধারা অনুযায়ী আদালতের এখতিয়ার সীমিত এবং তথ্যের অনুমানের দিক থেকে তদন্ত করে এটি প্রয়োগ করা উচিত নয় – বিচারিক আদালতকে দ্রুততার সাথে মামলা এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হলো – ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৯৭৩ – ধারা ২২৭।

আইনের ব্যাখ্যা: একটি আইনের প্রযুক্তিগত সংজ্ঞা অন্য আইনে প্রসারিত করা-রায়ঃ একটি আইনের অধীনে ব্যবহৃত প্রযুক্তিগত সংজ্ঞা অন্য আইনে আমদানি করা উচিত নয় যা প্রথমটির সাথে একই বিষয়বস্তু বা প্রকৃতির নয় – ইউজিসি আইন এবং দুর্নীতি প্রতিরোধ আইন এমন আইন যা তাদের উদ্দেশ্য, কার্যকারিতা এবং লক্ষ্যের দিক থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন – ইউজিসি আইনের প্রস্তাবনা বলে যে এটি 'বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে মান সমন্বয় এবং নির্ধারণের জন্য বিধান তৈরি করার একটি আইন, এবং সেই উদ্দেশ্যে, একটি বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন প্রতিষ্ঠা করা' – অন্যদিকে, দুর্নীতি প্রতিরোধ আইন হলো দেশে দুর্নীতির সামাজিক অনাচার দমনের জন্য একটি আইন – যেমন, একটি আইনে ব্যবহৃত প্রযুক্তিগত সংজ্ঞা অন্যটিতে প্রসারিত করা উপযুক্ত নাও হতে পারে, কারণ দুটি আইন একে অপরের সাথে একই বিষয়বস্তু বা প্রকৃতির নয় – দুর্নীতি প্রতিরোধ আইন, ১৯৮৮ – বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন আইন, ১৯৫৬।

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন আইন, ১৯৫৬ – বিচারপতি অজয় রাস্তোগী (পরিপূরক) দ্বারা – অনুমোদিত বিশ্ববিদ্যালয়-রায়ঃ ইউজিসি আইনের ধারা ২(চ) এর অধীনে "বিশ্ববিদ্যালয়" হয় কেন্দ্রীয় আইন, একটি প্রাদেশিক আইন বা একটি রাজ্য আইন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয় – একই সময়ে, বিধিবদ্ধ আইন দ্বারা সৃষ্ট বিশ্ববিদ্যালয় ব্যতীত উচ্চ শিক্ষার এমন প্রতিষ্ঠানগুলি, কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক অফিসিয়াল গেজেটে বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে ঘোষিত হওয়ার পর,

এই আইনের উদ্দেশ্যে বিশ্ববিদ্যালয় বলে গণ্য হবে এবং ইউজিসি আইনের সমস্ত বিধান এমন প্রতিষ্ঠানগুলিতে প্রযোজ্য হবে যেন এটি আইনের ২(চ) ধারার অর্থের মধ্যে একটি বিশ্ববিদ্যালয়। ১৯৮৮ সালের আইনের ধারা ২(গ)(xi) প্রবর্তনের মাধ্যমে, যেকোনো বিশ্ববিদ্যালয় বা তার যেকোনো পরিচালনা পর্ষদের সদস্য, তাদের পদবি যাই হোক না কেন, "সরকারি কর্মচারী" এর সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন। এবং যেকোনো বিশ্ববিদ্যালয় বলতে সেই সকল বিশ্ববিদ্যালয়কে বোঝায়, তা বিধিবদ্ধ আইনের অধীনে প্রতিষ্ঠিত হোক বা ইউজিসি আইনের ধারা ৩ এর অধীনে অনুমোদিত বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে ঘোষিত হোক। ১৯৮৮ সালের আইনের ধারা ২(গ)(xi) এর অধীনে সংজ্ঞায়িত 'সরকারি কর্মচারী' শব্দের ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয় এবং অনুমোদিত বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে কোনো পার্থক্য করা যাবে না। ১৯৮৮ সালের আইনের ধারা ২(গ) এর অধীন 'সরকারি কর্মচারী' এর সংজ্ঞা ব্যাখ্যা করার সময়, আদালতকে এমন একটি পদ্ধতি গ্রহণ করতে হবে যা আইনসভার উদ্দেশ্যকে কার্যকর করবে। আইনসভা ইচ্ছাকৃতভাবে, আইনের ধারা ২(গ) এবং বিশেষ করে ধারা (xi)-তে 'সরকারি কর্মচারী' শব্দটি বিস্তৃতভাবে সংজ্ঞায়িত করার সময়, বিশেষভাবে 'যেকোনো' শব্দটি ব্যবহার করার উদ্দেশ্য করেছে, যা এমন সকল ব্যক্তিকে অন্তর্ভুক্ত করে যারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যেকোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের বিষয়াদি যেকোনো উপায়ে বা আকারে সক্রিয়ভাবে পরিচালনা করছেন। এই প্রসঙ্গে, আইনসভা ১৯৮৮ সালের আইনের বিধানগুলো প্রয়োগের উদ্দেশ্যে 'যেকোনো' ব্যক্তি বা "যেকোনো" পরিচালনা পর্ষদের সদস্যকে, তাদের পদবি যাই হোক না কেন, "যেকোনো" বিশ্ববিদ্যালয়ের 'সরকারি কর্মচারী' হিসেবে অভিহিত করেছে। বিবেচ্য প্রশ্ন হলো ১৯৮৮ সালের আইনের ধারা ২(গ)(xi) এর অধীনে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে দুর্নীতি দমনের বৃহত্তর পরিসরে 'যেকোনো' বিশ্ববিদ্যালয় শব্দটি এবং আইনসভা তার প্রজ্ঞাবলে "যেকোনো বিশ্ববিদ্যালয়" শব্দটি উল্লেখ করেছে, যা স্পষ্টভাবে সেইসব বিশ্ববিদ্যালয়কে বোঝায় যা ইউজিসি আইনের ধারা ২(চ) এর অধীনে বিধিবদ্ধ পদ্ধতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এবং ধারা ৩ এর অধীনে অনুমোদিত বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে গণ্য।

আপিলের অনুমতি দিয়ে আদালত

আদেশঃ এন. ভি. রামানা, বিচারপতি-এর মতে (নিজের জন্য এবং মোহন এম. শান্তগৌদর, বিচারপতি)

১. উত্তরদাতার যুক্তি হলো যে "বিশ্ববিদ্যালয়" শব্দটি ইউজিসি আইন অনুযায়ী পড়তে হবে, যেখানে কেবল ইউজিসি আইনের ধারা ২(চ) এর আওতাভুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়গুলিই দুর্নীতি প্রতিরোধ আইন এর আওতায় পড়ে।

এখানে, ভিন্ন একটি আইনের প্রযুক্তিগত সংজ্ঞা আমদানি করে এমন একটি ব্যাখ্যা সম্ভব নাও হতে পারে। এটি একটি সুপ্রতিষ্ঠিত আইন যে, একটি আইনের অধীনে থাকা প্রযুক্তিগত সংজ্ঞা এমন অন্য একটি আইনে আমদানি করা উচিত নয় যা প্রথমটির সাথে 'ইন পারি ম্যাটেরিয়া' বা একই প্রকৃতির নয়। ইউজিসি আইন এবং পিসি আইন এমন দুটি আইন যা তাদের উদ্দেশ্য, কার্যকারিতা এবং লক্ষ্যের দিক থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। ইউজিসি আইনের প্রস্তাবনায় বলা হয়েছে যে এটি 'বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে মান সমন্বয় এবং নির্ধারণের জন্য বিধান তৈরি করার একটি আইন, এবং সেই উদ্দেশ্যে, একটি বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন প্রতিষ্ঠা করা'। অন্যদিকে, পিসি আইন হলো দেশে দুর্নীতির সামাজিক কুপ্রথা দমনের উদ্দেশ্যে প্রণীত একটি আইন। সুতরাং, একটি আইনে ব্যবহৃত প্রযুক্তিগত সংজ্ঞা অন্যটিতে প্রসারিত করা উপযুক্ত নাও হতে পারে, কারণ দুটি আইন একে অপরের সাথে 'ইন পারি ম্যাটেরিয়া' নয়। ইউজিসি আইনের উদ্দেশ্য পিসি আইনে ধার করা যাবে না, এবং পিসি আইনে উল্লেখিত "বিশ্ববিদ্যালয়" শব্দটির জন্য একটি স্বাধীন অর্থ প্রদান করা প্রয়োজন।

ব্যাঙ্গালোর টার্ফ ক্লাব লি. বনাম রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইএসআই কর্পোরেশন (২০১৪) ৯ এসসিসি ৬৫৭ : [২০১৪] ৮ এসসিআর ১০২১; উড়িষ্যা লিফ্ট ইরিগেশন কর্পোরেশন লি. বনাম রবি শঙ্কর পাত্র (২০১৮) ১ এসসিসি ৪৬৮ : [২০১৭] ১৩ এসসিআর ৯২১ – উল্লিখিত।

২.১ পিসি আইনের ধারা ২(গ)-তে, জোর দেওয়া হয়েছে ব্যক্তির পদমর্যাদার উপর নয়, বরং তার দ্বারা সম্পাদিত জনসেবামূলক কর্তব্যের উপর। এই প্রসঙ্গে, আইনসভার উদ্দেশ্য ছিল আওতাভুক্ত কর্তৃপক্ষগুলির একটি সম্পূর্ণ তালিকা প্রদান করা নয়, বরং 'সরকারি কর্মচারী' এর একটি সাধারণ সংজ্ঞা প্রদান করা। পিসি আইনের উদ্দেশ্য কেবল ঘুষ ও দুর্নীতির সামাজিক অনাচার প্রতিরোধ করা নয়, বরং সেই সকল ব্যক্তির ক্ষেত্রেও এটিকে প্রযোজ্য করা যারা প্রথাগতভাবে সরকারি কর্মচারী হিসেবে বিবেচিত নাও হতে পারেন। পিসি আইনের উদ্দেশ্য হলো যারা ঐতিহ্যগতভাবে সরকারি কর্মকর্তা হিসেবে পরিচিত, তাদের থেকে নজর সরিয়ে সেইসব ব্যক্তির দিকে নিয়ে আসা যারা জনসেবামূলক কর্তব্য পালন করেন। এই বিষয়টি মাথায় রেখে, এটি বলা যায় না যে একটি "বিবেচিত বিশ্ববিদ্যালয়" এবং এর কর্মকর্তারা, একটি সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয় এবং এর কর্মকর্তাদের চেয়ে কম বা ভিন্ন কোনো জনসেবামূলক কর্তব্য পালন করেন।

অতএব, হাইকোর্ট এই মর্মে ভুল করেছে যে, দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ধারা ২(গ)(xi) এর আওতা থেকে "বিবেচিত বিশ্ববিদ্যালয়" বাদ পড়বে।

হীরা দেবী বনাম ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড, শাহজাহানপুর [১৯৫২] এসসিআর ১১২২; সিবিআই বনাম রমেশ গেল্লি (২০১৬) ৩ এসসিসি ৭৮৮ : [২০১৬] ১ এসসিআর ৭৬২; পি.ভি. নরসিমা রাও বনাম রাজ্য (সিবিআই/এসপিই) (১৯৯৮) ৪ এসসিসি ৬২৬ : [১৯৯৮] ২ এসসিআর ৮৭০; মনীষ ত্রিবেদী বনাম রাজস্থান রাজ্য, (২০১৪) ১৪ এসসিসি ৪২০ : [২০১৩] ১২ এসসিআর ২০৫ – উল্লিখিত।

ব্ল্যাক'স ল ডিকশনারি "বিশ্ববিদ্যালয়" কে সংজ্ঞায়িত করে; ল লেক্সিকন; হ্যালসবারির তৃতীয় সংস্করণ, ভলিউম ১৩, পৃষ্ঠা ৭০৭; ওয়ার্ডস অ্যান্ড ফ্রেজেস, পার্মানেন্ট এডন. (ওয়েস্ট পাবলিশিং কোম্পানি) – উল্লিখিত।

২.২ স্পষ্টতই, দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ধারা ২(খ) এর ভাষা নির্দেশ করে যে, যে কোনো কর্তব্য যা রাষ্ট্র, জনগণ বা বৃহত্তর সম্প্রদায়ের স্বার্থে সম্পাদিত হয় তাকে জনসেবামূলক কর্তব্য বলা হয়। ধারা ২ এর প্রথম ব্যাখ্যা আরও স্পষ্ট করে যে, যে কোনো ব্যক্তি ধারা ২ এর অধীনে উল্লিখিত যেকোনো শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত, তিনি সরকারি কর্মচারী হবেন, সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হোক বা না হোক। দ্বিতীয় ব্যাখ্যাটি আওতা আরও প্রসারিত করে এমন প্রত্যেক ব্যক্তিকে অন্তর্ভুক্ত করে যিনি কার্যত একজন সরকারি কর্মচারীর কাজ সম্পাদন করেন, এবং কোনো আইনি ত্রুটি বা কারিগরি কারণে তাকে সরকারি কর্মচারীর আওতার বাইরে রাখা উচিত নয়। বর্তমান মামলায়, সুমন্দীপ বিদ্যাপীঠ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য এবং হিসাব কর্মকর্তা ও অন্যান্য সাক্ষীদের জবানবন্দি প্রাথমিকভাবে মূল্যায়ন করে দেখা যায় যে, ভর্তি, ফি সংগ্রহ এবং অনুদান সংক্রান্ত বিষয়ে উত্তরদাতাই চূড়ান্ত কর্তৃপক্ষ ছিলেন।

২.৩ অভিযোগপত্র বিশেষভাবে প্রকাশ করে যে, উত্তরদাতা কথিতভাবে শিক্ষার্থীদের পরীক্ষার ফর্ম পূরণ করার সুযোগ দেওয়ার অজুহাতে নির্ধারিত ফির উপরে নির্দিষ্ট অতিরিক্ত অর্থ সংগ্রহ করছিলেন। অতএব, পরীক্ষার জন্য ফর্ম পূরণ করার আগে উত্তরদাতাকে কথিত পরিমাণ অর্থ প্রদান একটি পূর্বশর্ত ছিল। বিশেষভাবে, অভিযোগে বলা হয়েছিল যে উত্তরদাতা সহ-অভিযুক্তকে ২০ লক্ষ টাকা দেওয়ার দাবি করেছিলেন, অন্যথায় অভিযোগকারীর মেয়েকে পরীক্ষায় বসতে দেওয়া হবে না।

অভিযুক্ত অপরাধ সংঘটনের বিষয়ে একটি গুরুতর সন্দেহ স্থাপনের জন্য অভিযান চলাকালীন বিপুল সংখ্যক চেক পাওয়া গিয়েছিল, যা যথেষ্টর চেয়েও বেশি। উত্তরদাতা দৃঢ়ভাবে জোর দিয়েছেন যে তিনি সুমন্দীপ চ্যারিটেবল ট্রাস্টের একজন ট্রাস্টি এবং সুমন্দীপ বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে তার কোনো সম্পর্ক নেই। কিন্তু, এটি উল্লেখ করা উচিত যে নিম্ন আদালত ট্রাস্ট এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে সংযোগ, সেইসাথে বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে উত্তরদাতার সম্পর্ক বিশ্লেষণ করতে ব্যর্থ হয়েছে। প্রাথমিকভাবে, একটি গুরুতর সন্দেহ তৈরি হয়েছে যে উত্তরদাতা শিক্ষার্থীদের এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার দিকটি নিয়ে কাজ করে তার পরিষেবা দিচ্ছিলেন। তবে, বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে উত্তরদাতার সঠিক অবস্থান সম্পর্কে সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর আগে প্রমাণের বিস্তারিত মূল্যায়ন প্রয়োজন।

৩. এই পর্যায়ে, ফৌজদারি কার্যবিধির ২২৭ ধারা অনুযায়ী এই আদালতের এখতিয়ার সীমিত এবং তথ্যের অনুমানের বিষয়ে ব্যাপক তদন্ত পরিচালনা করে এটি প্রয়োগ করা উচিত নয়। এই মামলার ঘটনা ও পরিস্থিতি বিবেচনা করে, ২২৭ ধারার অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগ করে অভিযুক্ত-উত্তরদাতাকে অব্যাহতি দেওয়ার জন্য এটি একটি উপযুক্ত মামলা নয়। বিচারিক আদালতকে দ্রুততার সাথে মামলার কার্যক্রম শুরু করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া বনাম প্রফুল্ল কুমার সামাল (১৯৭৯) ৩ এসসিসি ৪ : [১৯৭৯] ২ এসসিআর ২২৯; সজ্জন কুমার বনাম সেন্ট্রাল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন (২০১০) ৯ এসসিসি ৩৬৮ : [২০১০] ১১ এসসিআর ৬৬৯; মডার্ন ডেন্টাল কলেজ অ্যান্ড রিসার্চ সেন্টার বনাম মধ্যপ্রদেশ রাজ্য। (২০১৬) ৭ এসসিসি ৩৫৩ : [২০১৬] ৩ এসসিআর ৫৭৯; জ্যানেট জেয়াপল বনাম এসআরএম বিশ্ববিদ্যালয় (২০১৫) ১৬ এসসিসি ৫৩০; কে. ভীরাস্বামী বনাম ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া, (১৯৯১) ৩ এসসিসি ৬৫৫ : [১৯৯১] ৩ এসসিআর ১৮৯ (১২); মধ্যপ্রদেশ রাজ্য বনাম এম. ভি. নরসিমন (১৯৭৫) ২ এসসিসি ৩৭৭ : [১৯৭৬] ১ এসসিআর ৬ (২৩); এম. নারায়ণন নাম্বিয়ার বনাম কেরালা রাজ্য [১৯৬৩] ২ সম্পূরক এসসিআর ৭২৪; কমিশনার অফ কাস্টমস (ইমপোর্ট), মুম্বাই বনাম দিলীপ কুমার অ্যান্ড কোম্পানি (২০১৮) ৯ এসসিসি ১ : [২০১৮] ৭ এসসিআর ১১৯১; সুব্রামানিয়ান স্বামী বনাম মনমোহন সিং (২০১২) ৩ এসসিসি ৬৪ : [২০১২] ৩ এসসিআর ৫২ – উল্লিখিত।

অজয় রাস্তোগি, বিচারপতি (সম্পূরক)-এর মতে

১. দুর্নীতি প্রতিরোধ আইন, ১৯৪৭, সান্থানাম কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে ১৯৬৪ সালে সংশোধিত হয়েছিল। যদিও ভারতীয় দণ্ডবিধির নবম অধ্যায়ে সরকারি কর্মচারী এবং যারা ফৌজদারি অসদাচরণের মাধ্যমে তাদের সহায়তা করে তাদের মোকাবিলা করার বিধান ছিল, তবে দুর্নীতির অপরাধ কার্যকরভাবে মোকাবিলা করার জন্য সেগুলি অপর্যাপ্ত বলে প্রমাণিত হয়েছিল। দুর্নীতি-বিরোধী আইনগুলিকে আরও কার্যকর করার জন্য, সংসদে দুর্নীতি প্রতিরোধ বিল পেশ করা হয়েছিল। ১৯৮৮ সালের আইনের উদ্দেশ্য এবং কারণ বিবৃতি ছিল বিদ্যমান দুর্নীতি-বিরোধী আইনগুলিকে তাদের আওতা প্রসারিত করে এবং বিধানগুলিকে শক্তিশালী করে আরও কার্যকর করা। ১৯৮৮ সালের আইনটি "দায়বদ্ধতার জন্য বিভিন্ন পথ প্রদান করে তার ব্যাপক পরিধি পূরণ করে, যার মধ্যে কিছু বিশেষভাবে সরকারি পদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিদের জন্য উপযুক্ত, তবে কোনোভাবেই তাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়।"

২. ১৯৫৬ সালের একটি আইনের মাধ্যমে ইউজিসি আইন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার মান সমন্বয় এবং নির্ধারণের বিধান তৈরি করার জন্য। "বিশ্ববিদ্যালয়" ইউজিসি আইনের ধারা ২(চ)-এর অধীনে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে এবং যারা 'বিশ্ববিদ্যালয় হিসাবে গন্য' হিসাবে ঘোষিত হয়, সেই ঘোষণাটি ধারা ৩-এর অধীনে বিজ্ঞাপিত হতে হবে এবং ইউজিসি আইনের ধারা ২৩-এর অধীনে বিবেচিত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর আরোপিত বিধিনিষেধও থাকতে হবে। ইউজিসি আইনের ধারা ২(চ)-এর অধীনে "বিশ্ববিদ্যালয়" হয় কেন্দ্রীয় আইন, একটি প্রাদেশিক আইন বা একটি রাজ্য আইন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়। একই সময়ে, বিধিবদ্ধ আইন দ্বারা তৈরি বিশ্ববিদ্যালয় ব্যতীত উচ্চ শিক্ষার এমন প্রতিষ্ঠানগুলি, কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক অফিসিয়াল গেজেটে বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে ঘোষিত হওয়ার পর, এই আইনের উদ্দেশ্যে বিশ্ববিদ্যালয় বলে গণ্য হবে এবং ইউজিসি আইনের সমস্ত বিধান এমন প্রতিষ্ঠানগুলিতে প্রযোজ্য হবে যেন এটি আইনের ধারা ২(চ)-এর অর্থের মধ্যে একটি বিশ্ববিদ্যালয়। [অনুচ্ছেদ ৮, ৯][৩৫৭-এইচ; ৩৫৮-এ-বি, জি]

৩. এটি ভুলে গেলে চলবে না যে, ১৯৮৮ সালের আইনটি, তার পূর্বসূরি অর্থাৎ একই বিষয়ে ১৯৪৭ সালের বাতিল হওয়া আইনের মতো, ঘুষ ও দুর্নীতি কার্যকরভাবে প্রতিরোধের সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য নিয়ে কার্যকর করা হয়েছিল। ১৯৮৮ সালের আইন, যা ১৯৪৭ সালের আইনকে বাতিল ও প্রতিস্থাপন করেছে, এতে ১৯৮৮ সালের আইনের ধারা ২-এর ক্লজ (গ)-তে 'সরকারি কর্মচারী' এর একটি বিস্তৃত সংজ্ঞা রয়েছে, যার উদ্দেশ্য হলো জনপ্রশাসনকে বিশুদ্ধ করা।

বিলটির উদ্দেশ্য এবং কারণগুলি, যা আইন প্রণয়নে সহায়তা করেছিল, তা বিবেচনা করা যেতে পারে। এই উদ্দেশ্য এবং কারণগুলি আইনটি যে প্রেক্ষাপটে তৈরি হয়েছিল তার একটি পটভূমি সরবরাহ করে। যখন আইনসভা "সরকারি কর্মচারী" এর এমন একটি ব্যাপক সংজ্ঞা প্রবর্তন করেছে, যা সমাজে ক্রমবর্ধমান দুর্নীতির অভিশাপকে দমন ও শাস্তি দেওয়ার উদ্দেশ্য অর্জন করে, তখন সংজ্ঞার বিষয়বস্তুকে এমনভাবে সীমাবদ্ধ করা উচিত হবে না যা আইনের মূল চেতনার পরিপন্থী।

৪. ১৯৮৮ সালের আইনের ধারা ২(গ)(xi) প্রবর্তনের মাধ্যমে, যেকোনো বিশ্ববিদ্যালয় বা তার যেকোনো পরিচালনা পর্ষদের সদস্য, তাদের পদবি যাই হোক না কেন, "সরকারি কর্মচারী" এর সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন। এবং যেকোনো বিশ্ববিদ্যালয় বলতে সেই সকল বিশ্ববিদ্যালয়কে বোঝায়, তা বিধিবদ্ধ আইনের অধীনে প্রতিষ্ঠিত হোক বা ইউজিসি আইনের ধারা ৩ এর অধীনে বিবেচিত বিশ্ববিদ্যালয়হিসেবে ঘোষিত হোক। এটা সত্য যে বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষার মান বিবেচনা এবং নির্ধারণের জন্য ইউজিসি আইনের বিধানের অধীনে সংসদ পার্থক্য নির্দেশ করেছে, তবে ১৯৮৮ সালের আইনের ধারা ২(গ)(xi) এর অধীনে সংজ্ঞায়িত 'সরকারি কর্মচারী' শব্দের ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয় এবং বিবেচিত বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে কোনো পার্থক্য করা যাবে না।

৫. ১৯৮৮ সালের আইনের ২ ধারার (গ) প্রকরনে 'সরকারি কর্মচারী'-এর সংজ্ঞা ব্যাখ্যা করার সময়, আদালতকে এমন একটি পদ্ধতি গ্রহণ করতে হবে যা আইনসভার উদ্দেশ্যকে কার্যকর করবে। আইনসভা ইচ্ছাকৃতভাবে, আইনের ২ ধারার (গ) প্রকরনে এবং বিশেষ করে (xi) প্রকরনে 'সরকারি কর্মচারী' শব্দটি বিস্তৃতভাবে সংজ্ঞায়িত করার সময়, বিশেষভাবে 'যেকোনো' শব্দটি ব্যবহার করার উদ্দেশ্য করেছে, যা এমন সকল ব্যক্তিকে অন্তর্ভুক্ত করে যারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যেকোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের বিষয়াদি যেকোনো উপায়ে বা আকারে সক্রিয়ভাবে পরিচালনা করছেন। এই প্রসঙ্গে, ১৯৮৮ সালের আইনের বিধানগুলো প্রয়োগের উদ্দেশ্যে, আইনসভা 'যেকোনো' ব্যক্তি বা "যেকোনো" পরিচালনা পর্ষদের সদস্যকে, তাদের পদবি যাই হোক না কেন, "যেকোনো" বিশ্ববিদ্যালয়ের 'সরকারি কর্মচারী' হিসেবে অভিহিত করেছে। বিবেচ্য প্রশ্ন হলো ১৯৮৮ সালের আইনের ২(গ)(xi) ধারার অধীনে

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে দুর্নীতি দমনের বৃহত্তর পরিসরে 'যেকোনো' বিশ্ববিদ্যালয় শব্দটি। আইনসভা তার প্রজ্ঞাবলে "যেকোনো বিশ্ববিদ্যালয়" শব্দটি উল্লেখ করেছে, যা স্পষ্টভাবে সেইসব বিশ্ববিদ্যালয়কে বোঝায় যা ইউজিসি আইনের ২(চ) ধারার অধীনে বিধিবদ্ধ পদ্ধতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এবং ইউজিসি আইনের ৩ ধারার অধীনে বিবেচিত বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে গণ্য।

ওড়িশা লিফ্ট ইরিগেশন কর্পোরেশন বনাম রবি শঙ্কর (২০১৮) ১ এসসিসি ৪৬৮ : [২০১৭] ১৩ এসসিআর ৯২১ – উল্লিখিত।

<u>মামলা প্রসঙ্গ</u>

<u>এন.ভি. রামানা বিচারপতি-এর মতে</u>

[২০১৬] ৩ এস. সি. আর ৫৭৯	উল্লিখিত	অণুচ্ছেদ ১১
(২০১৫) ১৬ এস. সি. সি ৫৩০	উল্লিখিত	অণুচ্ছেদ ১১
[১৯৯১] ৩ এস. সি. আর ১৮৯	উল্লিখিত	অণুচ্ছেদ ১২
[১৯৭৬] ১ এস. সি. আর ৬	উল্লিখিত	অণুচ্ছেদ ২৩
[১৯৬৩] ২ সম্পূরক. এস. সি. আর ৭২৪	উল্লিখিত	অণুচ্ছেদ ২৩
[২০১৮] ৭ এস. সি. আর ১১৯১	উল্লিখিত	অণুচ্ছেদ ২৪
[২০১২] ৩ এস. সি. আর ৫২	উল্লিখিত	অণুচ্ছেদ ২৬
[২০১৪] ৮ এস. সি. আর ১০২১	উল্লিখিত	অণুচ্ছেদ ৩২
[২০১৭] ১৩ এস. সি. আর ৯২১	উল্লিখিত	অণুচ্ছেদ ৩২
[১৯৫২] এস. সি. আর ১১২২	উল্লিখিত	অণুচ্ছেদ ৩৫
[২০১৬] ১ এস. সি. আর ৭৬২	উল্লিখিত	অণুচ্ছেদ ৪৬
[১৯৯৮] ২ এস. সি. আর ৮৭০	উল্লিখিত	অণুচ্ছেদ ৪৭
[২০১৩] ১২ এস. সি. আর ২০৫	উল্লিখিত	অণুচ্ছেদ ৪৮
[১৯৭৯] ২ এস. সি. আর ২২৯	উল্লিখিত	অণুচ্ছেদ ৫৪
[২০১০] ১১ এস. সি. আর ৬৬৯	উল্লিখিত	অণুচ্ছেদ ৫৫

অজয় রাস্তোগি বিচারপতি-এর মতে

[২০১৭] ১৩ এস. সি. আর ৯২১	উল্লিখিত	অণুচ্ছেদ ১৩

ফৌজদারি আপিল এখতিয়ারঃ ২০১৮ সালের ফৌজদারি আপিল নং ৯৮৯।

ফৌজদারি পুনর্বিবেচনা আবেদন (অধস্তন আদালত কর্তৃক প্রদত্ত আদেশের বিরুদ্ধে) নং ১১৮৮/২০১৭-এ গুজরাট হাইকোর্ট, আহমেদাবাদ-এর ০২.০২.২০১৮ তারিখের রায় ও আদেশ থেকে উদ্ভুত।

'আমান লেখি, এএসজি; মুকুল রোহাতগি, পি.এস. নরসিমা, হুজেফা আহমদি, প্রবীণ অ্যাডভোকেট; মহেশ আগরওয়াল, মিতুল শেলাট, অংশুমান শ্রীবাস্তব, নিশান্ত রাও, ই. সি. আগ্রাওয়ালা, অনিরুদ্ধ পি. মায়ি, এ. রাজারাজন, উজ্জ্বল সিনহা, মিস মেহক এইচ., সঞ্জীব কুমার চৌধুরী, অ্যাডভোকেট – উপস্থিত পক্ষগুলির পক্ষে।

আদালতের রায় প্রদান করেছেন **বিচারপতি এন. ভি. রমনা।**

১. দুর্নীতি হলো এক মারাত্মক ব্যাধির দুষ্ট প্রকাশ যা মানুষের নৈতিকতাকে বিপন্ন করে। একটি সাধারণ ধারণা প্রচলিত আছে যে ভারতে দুর্নীতি জনজীবনের প্রতিটি কোণে ছড়িয়ে পড়েছে এবং বর্তমানে প্রস্তাবনায় প্রতিষ্ঠিত সাংবিধানিক আকাঙ্ক্ষাকে দমিয়ে দিচ্ছে। এই প্রেক্ষাপটে, এই মামলাটি ভারতকে দুর্নীতিমুক্ত করতে এই আদালতের সুবিধার প্রয়োজনীয়তার উপর আবর্তিত।

২. এই আপিলটি গুজরাট হাইকোর্ট, আহমেদাবাদ কর্তৃক ০২.০২.২০১৮ তারিখে ফৌজদারি পুনর্বিবেচনা আবেদন (অধস্তন আদালত কর্তৃক প্রদত্ত আদেশের বিরুদ্ধে) নং ১১৮৮/২০১৭-এ প্রদত্ত বিতর্কিত রায় ও চূড়ান্ত আদেশের বিরুদ্ধে।

৩. এখানে উত্তরদাতা সুমন্দীপ চ্যারিটেবল ট্রাস্ট নামক একটি ট্রাস্টের ট্রাস্টি বলে অভিযোগ করা হয়েছে, যা 'সুমন্দীপ বিদ্যাপীঠ' নামক একটি বিবেচিত বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও পৃষ্ঠপোষকতা করে, যা এখানে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান।

৪. মামলা নিষ্পত্তির জন্য প্রয়োজনীয় সংক্ষিপ্ত তথ্য হলো যে, ড. জেসমিনাবেন, দিলীপ ভাই দেবদার স্ত্রী, ভাদোদরা সিটি এ.সি.বি. থানায় ২৮.০২.২০১৭ তারিখে একটি এফআইআর, যার নম্বর আই-ইআর নং ৩/২০১৭, দায়ের করেন। এই এফআইআরটি বর্তমান উত্তরদাতাসহ চারজন অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে করা হয়েছিল। অভিযোগগুলি মূলত ছিল যে অভিযোগকারীর বড় মেয়েকে ২০১২ সালে উপরোক্ত বিবেচিত বিশ্ববিদ্যালয়ের এমবিবিএস কোর্সে ভর্তি করা হয়েছিল। তার মেয়ের কোর্সের সম্পূর্ণ ফি বার্ষিক ফি স্ল্যাব অনুযায়ী পরিশোধ করা হয়েছিল। ২০১৭ সালে, তার বড় মেয়ে তার চূড়ান্ত পরীক্ষার ফর্ম পূরণ করার সময়, তাকে এখানে উত্তরদাতার সাথে দেখা করতে বলা হয়। সাক্ষাতের পর, উত্তরদাতা অন্যদের সাথে ষড়যন্ত্র করে জানিয়েছিলেন যে অভিযোগকারীর স্বামীকে তার মেয়েকে পরীক্ষায় বসার অনুমতি দেওয়ার জন্য আরও বিশ লক্ষ টাকা দিতে হবে। আরও অভিযোগ করা হয়েছে যে, অভিযুক্ত-উত্তরদাতা জানিয়েছিলেন যে তারা একটি চেক জমা দিতে পারেন এবং নগদে অর্থ পরিশোধের পর তা ফেরত দেওয়া হবে, যেহেতু সম্প্রতি নোটবন্দী হয়েছিল।

এর পরিপ্রেক্ষিতে, অভিযুক্ত-উত্তরদাতার কাছে চেক জমা দেওয়া হয়েছিল। এরপর, অভিযোগকারী, যিনি অর্থ দিতে অনিচ্ছুক ছিলেন, এফআইআর দায়ের করেন।

৫. প্রয়োজনীয় পদ্ধতি অনুসরণ করার পর, ফিনলপথালিন পাউডার নোটগুলিতে প্রয়োগ করা হয়েছিল এবং অভিযুক্ত বিনোদ ওরফে ভারতভাই সাভান্টের (উত্তরদাতার কথিত সঙ্গী/এজেন্ট যার মাধ্যমে দাবিটি সহজতর হয়েছিল) কাছে হস্তান্তর করা হয়েছিল। এরপর, অভিযুক্ত বিনোদ ফোনে উত্তরদাতাকে অর্থ প্রাপ্তির বিষয়টি নিশ্চিত করেন। পূর্বোক্ত আপত্তিকর কথোপকথনটি অভিযোগকারী কর্তৃক স্থাপন করা একটি অডিও ভিডিও ক্যামেরায় নথি করা হয়। উপরন্তু, পৃথক অভিযান পরিচালিত হয় যেখানে প্রতিষ্ঠানের নামে অঙ্কিত ১০০ কোটি টাকারও বেশি মূল্যের বেশ কয়েকটি তারিখবিহীন চেক এবং কিছু ফিক্সড ডিপোজিট উদ্ধার করা হয়।

৬. ২৫.০৪.২০১৭ তারিখে বেশ কয়েকজন অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র দাখিল করা হয়, যার মধ্যে বর্তমান উত্তরদাতাও অন্তর্ভুক্ত। অভিযোগগুলি ছিল দুর্নীতি প্রতিরোধ আইন, ১৯৮৮ (যা পরবর্তীতে 'পিসি আইন' হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে) এর ধারা ৭, ৮, ১০ এবং ১৩ (১)(খ) এবং ১৩(২) এর অধীনে ভারতীয় দণ্ডবিধি, ১৮৬০ (যা পরবর্তীতে 'আইপিসি' হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে) এর ধারা ১০৯ সহ বিভিন্ন অপরাধের জন্য।

৭. এখানে উত্তরদাতা বিশেষ এসিবি মামলা নং ২/২০১৭-এ জেলা ও দায়রা আদালতে ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা ২২৭ এর অধীনে একটি ডিসচার্জ আবেদন দায়ের করেন। জেলা ও দায়রা আদালত ২৯.১১.২০১৭ তারিখের একটি আদেশের মাধ্যমে আবেদনটি খারিজ করে দেন।

৮. পূর্বোক্ত আবেদন খারিজের দ্বারা সংক্ষুব্ধ হয়ে, এখানে উত্তরদাতা আহমেদাবাদের গুজরাট হাইকোর্টে ফৌজদারি পুনর্বিবেচনা আবেদন নং ১১৮৮/২০১৭ দায়ের করেন। হাইকোর্ট, ০২.০২.২০১৮ তারিখের বিতর্কিত রায় ও আদেশের মাধ্যমে পুনর্বিবেচনাটি মঞ্জুর করে এবং অভিযুক্ত-উত্তরদাতাকে অব্যাহতি দেয়।

৯. বিতর্কিত আদেশের দ্বারা সংক্ষুব্ধ হয়ে গুজরাট রাজ্য এই আদালতে আপিল করেছে।

১০. আপিলকারীর পক্ষে প্রবীণ আইনজীবী যুক্তি দেন যে, পিসি আইন একটি ব্যাপক আইন যা দুর্নীতি প্রতিরোধের জন্য পাস করা হয়েছিল এবং তাই এটিকে উদারভাবে ব্যাখ্যা করা উচিত, কারণ আইনসভা জনজীবনকে ক্ষতিগ্রস্ত করে এমন উল্লিখিত কাজগুলিকে পিসি আইনের আওতার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করতে চেয়েছিল। পিসি আইন একটি সামাজিক আইন যা সরকারি কর্মচারীদের অবৈধ কার্যক্রম দমনের উদ্দেশ্যে প্রণীত এবং এর উদ্দেশ্য পূরণের জন্য এটিকে ব্যাখ্যা করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

আদালতকে জনস্বার্থের কথা মাথায় রেখে নিশ্চিত করতে হবে যেন কারিগরি জটিলতাগুলি কাঙ্ক্ষিত উদ্দেশ্যকে ব্যর্থ না করে।

১১. আইনজীবী আরও যুক্তি দেন যে জনসেবা কেবল রাষ্ট্রের একচেটিয়া ক্ষেত্র নাও হতে পারে; বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মতো বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলিও জনসেবা সম্পাদন করতে পারে। আইনজীবী মডার্ন ডেন্টাল কলেজ অ্যান্ড রিসার্চ সেন্টার বনাম মধ্যপ্রদেশ রাজ্য (২০১৬) ৭ এসসিসি ৩৫৩ এবং জ্যানেট জেয়াপল বনাম এসআরএম বিশ্ববিদ্যালয় (২০১৫) ১৬ এসসিসি ৫৩০ মামলার উপর নির্ভর করে বলেছেন যে, জনগণকে শিক্ষা প্রদান একটি কল্যাণমূলক কাজ এবং তাই এটিকে জনকল্যাণমূলক কাজ বলা যেতে পারে। ইউজিসি নির্দেশিকা বিবেচনা করে, আইনজীবী জমা দিয়েছেন যে বিবেচিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলি কার্যকরভাবে জনগণকে শিক্ষা প্রদানের জনসেবা সম্পন্ন করে।

১২. উপরন্তু, আইনজীবী কে. ভীরাস্বামী বনাম ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া (১৯৯১) ৩ এসসিসি ৬৫৫ মামলার উপর নির্ভর করে জমা দিয়েছেন যে, যোগ্য কর্তৃপক্ষ এবং সরকারি কর্মচারীর মধ্যে প্রভু-ভৃত্য সম্পর্ক থাকার কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। পিসি আইন সরকারি কর্মচারীর সংজ্ঞা দেয় না, বরং এর বিভিন্ন প্রকারভেদ প্রদান করে। আইনজীবী আরও বলেছেন যে, মঞ্জুরি প্রদানের জন্য কোনো কর্তৃপক্ষের অভাবের কারণে বিচার বন্ধ হতে পারে না। এমন পরিস্থিতিতে, মঞ্জুরি পাওয়ার কোনো প্রয়োজনীয়তা নেই। যাই হোক না কেন, অতিরিক্ত সতর্কতার জন্য চ্যারিটি কমিশনারের কাছ থেকে মঞ্জুরি নেওয়া হয়েছিল।

১৩. সবশেষে, আইনজীবী জমা দিয়েছেন যে উত্তরদাতা একটি জনসেবা সম্পন্ন করছিলেন। বর্তমান ঘটনায়, পরীক্ষার পাস পাওয়ার আগে উত্তরদাতাকে অর্থ প্রদান একটি পূর্বশর্ত ছিল, যদিও তাকে আনুষ্ঠানিকভাবে এই কাজটি বা ভূমিকা কখনো দেওয়া হয়নি। তাই আইনজীবী উপসংহারে বলেছেন যে, তার জনসেবা সম্পন্ন করার জন্য আইনের অধীনে ইতিবাচক নির্দেশের কোনো প্রয়োজনীয়তা নেই। প্রকৃতপক্ষে, প্রদত্ত সেবার বিনিময়ে পারিশ্রমিক বা অর্থ প্রদানের কোনো আনুষ্ঠানিক প্রয়োজনীয়তা নাও থাকতে পারে।

১৪. এর বিপরীতে, উত্তরদাতার পক্ষে আইনজীবী জমা দিয়েছেন যে, এটি আইনের একটি সুপ্রতিষ্ঠিত নীতি যে একটি ফৌজদারি আইনকে কঠোরভাবে ব্যাখ্যা করতে হবে। যেখানে দুটি ব্যাখ্যা সম্ভব, সেখানে আদালতকে সেই ব্যাখ্যার দিকে ঝুঁকতে হবে যা অভিযুক্তকে শাস্তি থেকে অব্যাহতি দেয়, সেই ব্যাখ্যার চেয়ে যা শাস্তি আরোপ করে।

১৫. আইনজীবী আরও দৃঢ়ভাবে যুক্তি দিয়েছেন যে, উত্তরদাতা একজন ট্রাস্টি হওয়ায় তাকে সরকারি কর্মচারী বলা যাবে না। অভিযোগপত্রে এমন কোনো অভিযোগ নেই যে উত্তরদাতা বিবেচিত বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে গণ্য প্রতিষ্ঠানে কোনো পদ

বা পদাধিকারী ছিলেন অথবা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক কোনো পরিষেবা প্রদানের জন্য তাকে নিযুক্ত করা হয়েছিল। উপরোক্ত তথ্যের আলোকে, হাইকোর্ট উত্তরদাতাকে অব্যাহতি দিয়ে সঠিক কাজ করেছে, কারণ তিনি পিসি আইনের ধারা ২(গ)(xi) এর আওতায় পড়েন না।

১৬. উপরন্তু, আইনজীবী যুক্তি দেন যে হাইকোর্ট সঠিকভাবে রায় দিয়েছে যে ধারা ২(গ)(xi) এর প্রাসঙ্গিক বিধান বর্তমান মামলায় অপ্রযোজ্য, কারণ উক্ত প্রতিষ্ঠানটি ছিল একটি "বিবেচিত বিশ্ববিদ্যালয়"। অবশেষে, আইনজীবী যুক্তি দেন যে উত্তরদাতার বিচার করার জন্য কোনো বৈধ বা সঠিক অনুমতি (sanction) নেওয়া হয়নি। চ্যারিটি কমিশনারের কাছ থেকে প্রাপ্ত অনুমতি বৈধ নয়, কারণ তিনি একজন যোগ্য কর্তৃপক্ষ হিসেবে বিবেচিত হতে পারেন না, যেহেতু তার একজন ট্রাস্টিকে অপসারণ বা নিয়োগের ক্ষমতা নেই।

১৭. উভয় পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবীর বক্তব্য শোনার পর, এখানে যে প্রশ্নগুলোর উত্তর দিতে হবে তা হলো:

i. উত্তরদাতা-ট্রাস্টি কি পিসি আইনের ধারা ২(গ) এর আওতাভুক্ত একজন 'সরকারি কর্মচারী'?

ii. অভিযুক্ত-উত্তরদাতাকে কি ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা ২২৭ এর অধীনে অব্যাহতি দেওয়া যেতে পারে?

১৮. আমাদের সামনে প্রথম প্রশ্নটি হলো, উত্তরদাতা - যিনি সুমন্দীপ চ্যারিটেবল ট্রাস্টের (যা উক্ত বিশ্ববিদ্যালয় ('বিবেচিত বিশ্ববিদ্যালয়') প্রতিষ্ঠা ও পৃষ্ঠপোষকতা করে) একজন কথিত ট্রাস্টি - তিনি কি পিসি আইনের ধারা ২(গ) এর আওতাভুক্ত একজন 'সরকারি কর্মচারী'? এই প্রশ্নটিকে দুটি অংশে ভাগ করা যেতে পারে: প্রথমত, 'বিবেচিত বিশ্ববিদ্যালয়' কি দুর্নীতি প্রতিরোধ আইন, ১৯৮৮ এর বিধানাবলীর আওতাভুক্ত, এবং দ্বিতীয়ত, পিসি আইনের ধারা ২(গ)(xi) এর অধীনে 'উত্তরদাতা-ট্রাস্টি'কে কি 'সরকারি কর্মচারী' বলা যেতে পারে?

১৯. আমরা আরও এগিয়ে যাওয়ার আগে, পিসি আইনের প্রাসঙ্গিক বিধানগুলো পর্যবেক্ষণ করা প্রয়োজন:

২(গ). "সরকারি কর্মচারী" বলতে বোঝায় -

...

(xi) যেকোনো ব্যক্তি যিনি কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য বা কোনো পরিচালনা পর্ষদের সদস্য, অধ্যাপক, রিডার, প্রভাষক বা অন্য কোনো শিক্ষক বা কর্মচারী, তার পদবি যাই হোক না কেন, এবং যেকোনো ব্যক্তি যার পরিষেবা কোনো বিশ্ববিদ্যালয় বা অন্য কোনো সরকারি কর্তৃপক্ষ পরীক্ষা পরিচালনা বা পরিচালনার সাথে জড়িত থাকার জন্য ব্যবহার করেছে;

২০. সহজ কথায়, কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, বা কোনো পরিচালনা পর্ষদের সদস্য, অধ্যাপক, রিডার, প্রভাষক, বা অন্য যেকোনো শিক্ষক বা কর্মচারী, তার পদবি যাই হোক না কেন, তাদের সরকারি কর্মচারী বলা হয়। এছাড়াও, এই সংজ্ঞায় এমন যেকোনো ব্যক্তি অন্তর্ভুক্ত, যার পরিষেবা কোনো বিশ্ববিদ্যালয় বা অন্য কোনো সরকারি কর্তৃপক্ষ পরীক্ষা পরিচালনা বা তত্ত্বাবধানের জন্য ব্যবহার করে থাকে।

২১. তবে, এই মামলায় ব্যাখ্যার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে কারণ দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ধারা ২(গ)(xi) এর অধীনে 'বিশ্ববিদ্যালয়' শব্দটির পরিধি স্পষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়নি এবং প্রশ্ন উঠেছে যে এটি 'বিবেচিত বিশ্ববিদ্যালয়'কেও অন্তর্ভুক্ত করে কিনা। এই বিষয়ে, দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ব্যাখ্যা সংক্রান্ত কিছু মৌলিক নিয়ম আমাদের পর্যবেক্ষণ করতে হবে।

২২. এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে জাতি বিশ্বাস ও আস্থার ওপর গড়ে ওঠে। গণতন্ত্রে ক্ষমতা ও প্রভাবশালীদের ওপর নির্ভর করা এবং তাদের স্বচ্ছ ও সৎ হিসেবে বিশ্বাস করা অপরিহার্য। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, এই ক্ষমতাধর ব্যক্তিদের জনস্বার্থের পরিবর্তে আত্মস্বার্থ দ্বারা পরিচালিত কোনো কাজ সেই বিশ্বাসকে নষ্ট করে দেয়। যখন এটি একটি নিয়মে পরিণত হয়, তখন গণতন্ত্র, অর্থনীতি এবং আইনের শাসন – সবই আঘাতপ্রাপ্ত হয়, যা শেষ পর্যন্ত পুরো জাতিকে ঝুঁকির মধ্যে ফেলে দেয়। দুর্নীতিগ্রস্ত সমাজ প্রায়শই সরকারের উচ্চ স্তরের দৃষ্টান্ত থেকে জন্ম নেয়, কিন্তু ছোট আকারের দুর্নীতিও সমানভাবে বিপজ্জনক হতে পারে। এই প্রসঙ্গে, দুর্নীতি প্রতিরোধ আইন জনজীবনে স্বচ্ছতা ও সততা আনার জন্য তৈরি হয়েছিল, যা এর উদ্দেশ্য ও কারণ দ্বারা নির্দেশিত। দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের বিধানগুলি ব্যাখ্যা করার সময় আমাদের উপরোক্ত আইনসভার উদ্দেশ্য মনে রাখতে হবে।

২৩. আপিলকারী-রাজ্যের বিজ্ঞ প্রবীণ আইনজীবী দৃঢ়ভাবে যুক্তি দিয়েছেন যে, দুর্নীতি প্রতিরোধ আইন একটি কল্যাণমূলক আইন হওয়ায়, এটিকে সংকীর্ণভাবে ব্যাখ্যা করা যাবে না, বরং এর একটি বিস্তৃত ব্যাখ্যা প্রদান করতে হবে [দেখুন মধ্যপ্রদেশ রাজ্য বনাম এম. ভি. নরসিমন, (১৯৭৫) ২ এসসিসি ৩৭৭; এম. নারায়ণন নাম্বিয়ার বনাম কেরালা রাজ্য, (১৯৬৩) সম্পূরক (২) এসসিআর ৭২৪]।

২৪. যেকোনো দণ্ডবিধির ব্যাখ্যার সোনালী নিয়ম হলো এটিকে কঠোরভাবে ব্যাখ্যা করা, যদি না কোনো সাংবিধানিক বিবেচনা জড়িত থাকে। এবং অস্পষ্টতার ক্ষেত্রে, এর সুবিধা অভিযুক্তের পক্ষে থাকা উচিত। একথা বলার পর, আমাদের স্পষ্ট করতে হবে যে কঠোর ব্যাখ্যা মানে সব ক্ষেত্রে আক্ষরিক ব্যাখ্যা নয়, বরং ব্যাখ্যাটি শব্দের প্রকৃত অর্থের প্রতি সজাগ থাকবে, যা তাদের স্বাভাবিক অর্থে গৃহীত হয় [দেখুন কমিশনার অফ কাস্টমস (ইমপোর্ট), মুম্বাই বনাম দিলীপ কুমার অ্যান্ড কোম্পানি, (২০১৮) ৯ এসসিসি ১]।

২৫. তবে, আমরা এখানে দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের বিধানগুলি ব্যাখ্যা করার বিষয়ে উদ্বিগ্ন। ভারতে দুর্নীতি যে ব্যাপক, তাতে কোনো বিতর্ক নেই। যেহেতু ভারত এখনও একটি উন্নয়নশীল অর্থনীতি, তাই এর প্রভাব দেশের উপর আরও বেশি প্রকট। বর্তমানে বলা যায় যে, ভারতে দুর্নীতি এমন একটি সমস্যায় পরিণত হয়েছে যা জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রকে প্রভাবিত করে। এই প্রেক্ষাপটে, আমাদের বলতে হবে যে, যদিও ভারতে দুর্নীতি-বিরোধী আইনগুলি বেশ কঠোর, তবে সেগুলির প্রয়োগ এবং কার্যকরতা কখনও কখনও অকার্যকর বলে সমালোচিত হয়। এর ফলে, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ন্যায়বিচারের সাংবিধানিক আকাঙ্ক্ষাগুলি প্রতিদিন বলি হচ্ছে। এই প্রেক্ষাপটেই আমাদের এখানে সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলি সমাধান করতে হবে।

২৬. সুব্রামানিয়ান স্বামী বনাম মনমোহন সিং (২০১২) ৩ এসসিসি ৬৪ মামলায় এই আদালত পর্যবেক্ষণ করেছে:

"৬৮. আজ, আমাদের দেশে দুর্নীতি কেবল সাংবিধানিক শাসনের ধারণার প্রতি গুরুতর বিপদ সৃষ্টি করছে না, এটি ভারতীয় গণতন্ত্র এবং আইনের শাসনের ভিত্তিকে পর্যন্ত হুমকির মুখে ফেলছে। আমাদের জনজীবনে দুর্নীতির মাত্রা একটি সমাজতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের ধারণার সাথে বেমানান। এতে কোনো বিতর্ক নেই যে, যেখানে দুর্নীতির শুরু, সেখানেই সমস্ত অধিকারের শেষ। দুর্নীতি মানবাধিকারকে অবমূল্যায়ন করে, উন্নয়নকে শ্বাসরোধ করে এবং ন্যায়বিচার, স্বাধীনতা, সমতা, ভ্রাতৃত্ববোধকে দুর্বল করে, যা আমাদের প্রস্তাবনার মূল লক্ষ্য। অতএব, আদালতের কর্তব্য হলো যেকোনো দুর্নীতি-বিরোধী আইনকে এমনভাবে ব্যাখ্যা ও প্রয়োগ করা যাতে দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই শক্তিশালী হয়। অর্থাৎ, এমন পরিস্থিতিতে যেখানে দুটি ব্যাখ্যা সমানভাবে যুক্তিসঙ্গত, আদালতকে সেই ব্যাখ্যা গ্রহণ করতে হবে যা দুর্নীতিকে নির্মূল করতে চায়, তার চেয়ে যা এটিকে স্থায়ী করতে চায়।"

(গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে)

২৭. আমরা সেই অনুযায়ী এখানে বিধানগুলি ব্যাখ্যা করার সময় উপরোক্ত নীতিগুলির প্রতি যথাযথ মনোযোগ দেব। বিতর্কের বিষয়টি হল, একটি বিবেচিত বিশ্ববিদ্যালয় কি দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের আওতায়, বিশেষ করে এর ধারা ২(গ)(xi) এর অধীনে, যেখানে "বিশ্ববিদ্যালয়" শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে, অন্তর্ভুক্ত হবে কিনা।

আপিলকারী-রাজ্যের বিজ্ঞ প্রবীণ আইনজীবী যুক্তি দেন যে, আইনের ধারা ২(গ)(xi) এ ব্যবহৃত "বিশ্ববিদ্যালয়" শব্দটি উদ্দেশ্যমূলকভাবে ব্যাখ্যা করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন আইন, ১৯৫৬ (ইউজিসি আইন) এর অধীনে "বিশ্ববিদ্যালয় হিসাবে গণ্য" হিসেবে বিবেচিত একটি প্রতিষ্ঠান সমাজে "বিশ্ববিদ্যালয়"-এর মতোই ভূমিকা পালন করে। এই প্রতিষ্ঠানগুলির ডিগ্রি প্রদানের একটি সাধারণ জনসেবামূলক কর্তব্য রয়েছে, যা শেষ পর্যন্ত সমাজে স্বীকৃত যোগ্যতা হিসেবে বিবেচিত হয়। সেই হিসেবে, বর্তমান মামলার মতো একটি "বিশ্ববিদ্যালয় হিসাবে গণ্য" আইনের অধীনে ব্যবহৃত "বিশ্ববিদ্যালয়" শব্দের আওতার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত।

২৮. অন্যদিকে, উত্তরদাতার বিজ্ঞ প্রবীণ আইনজীবী, হাইকোর্টের বিতর্কিত রায়ের সিদ্ধান্তকে সমর্থন করে যুক্তি দেন যে, দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ধারা ২(গ)(xi) এ ব্যবহৃত "বিশ্ববিদ্যালয়" শব্দটি "বিশ্ববিদ্যালয় হিসাবে গণ্য" কে অন্তর্ভুক্ত করে না। বিজ্ঞ প্রবীণ আইনজীবী যুক্তি দেন যে, ইউজিসি আইনের অধীনে "বিশ্ববিদ্যালয়"-এর অন্তর্ভুক্তিমূলক সংজ্ঞা শুধুমাত্র তহবিল প্রদানের সীমিত উদ্দেশ্যের জন্য এবং একটি "বিশ্ববিদ্যালয় হিসাবে গণ্য" অন্য কোনো উদ্দেশ্যে বিশ্ববিদ্যালয় নয়। বিজ্ঞ প্রবীণ আইনজীবী আরও যুক্তি দেন যে, ইউজিসি আইনের বিধানগুলি থেকে এটি স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়, যা একটি "বিশ্ববিদ্যালয়" এবং "বিশ্ববিদ্যালয় ব্যতীত অন্য একটি প্রতিষ্ঠান" যা "বিশ্ববিদ্যালয় হিসাবে গণ্য" এর মধ্যে পার্থক্য করে।

২৯. এই মুহূর্তে, এই বিষয়ে বিতর্কিত রায়ে হাইকোর্টের সিদ্ধান্তটি দেখা প্রাসঙ্গিক হবে:

"২৭. ...তবে, সত্য হলো, ট্রাস্টি হিসেবে বা অন্য কোনো ক্ষমতায়, আবেদনকারী যদি সুমন্দীপ বিদ্যাপীঠের সাথে সংযুক্ত থাকেনও, যেটি কোনো নিয়মিত বিশ্ববিদ্যালয় নয় এবং কোনোভাবেই সরকারি অনুদান পায় না, এবং যেহেতু এটি শুধুমাত্র একটি বিবেচিত বিশ্ববিদ্যালয় সে বিষয়ে কোনো বিতর্ক নেই, তাই আবেদনকারীর পক্ষে এখানে নথিকৃত যুক্তিগুলি এটা স্পষ্ট করে যে, এমন একটি বিবেচিত বিশ্ববিদ্যালয়কে নিয়মিত বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে বিবেচনা করা যায় না এবং সেই অনুযায়ী, আবেদনকারীকে সরকারি কর্মচারী বলা যায় না। তাই, অভিযোগের পর এমন পরিবর্তন প্রতিবেদন থাকা সত্ত্বেও, এটি স্পষ্ট ও প্রতীয়মান যে আবেদনকারীকে সরকারি কর্মচারী বলা যাবে না।"

(গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে)

৩০. উত্তরদাতার আইনজীবী যুক্তি দিয়েছেন যে "বিশ্ববিদ্যালয়" শব্দটি ইউজিসি আইনের ধারা ২(চ), ৩ এবং ২৩ অনুযায়ী পড়তে হবে, যেখানে একটি "বিবেচিত বিশ্ববিদ্যালয়" কঠোর অর্থে একটি "বিশ্ববিদ্যালয়" থেকে ভিন্ন। তবে, আমরা নিচের কারণগুলির জন্য এই যুক্তির সাথে একমত নই।

৩১. উত্তরদাতার যুক্তি হলো যে, "বিশ্ববিদ্যালয়" শব্দটি ইউজিসি আইন অনুযায়ী পড়তে হবে, যেখানে শুধুমাত্র ইউজিসি আইনের ধারা ২(চ) এর আওতাভুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়গুলিই পিসি আইন এর আওতাভুক্ত। ভিন্ন একটি আইনের প্রযুক্তিগত সংজ্ঞা আমদানি করে এমন একটি ব্যাখ্যা এখানে সম্ভব নাও হতে পারে। এটি একটি সুপ্রতিষ্ঠিত আইন যে, একটি আইনের অধীনে থাকা প্রযুক্তিগত সংজ্ঞা এমন অন্য একটি আইনে আমদানি করা উচিত নয় যা প্রথমটির সাথে 'ইন পারি ম্যাটেরিয়া' বা একই প্রকৃতির নয়। ইউজিসি আইন এবং পিসি আইন এমন দুটি আইন যা তাদের উদ্দেশ্য, কার্যকারিতা এবং লক্ষ্যের দিক থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। ইউজিসি আইনের প্রস্তাবনায় বলা হয়েছে যে, এটি 'বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে মান সমন্বয় এবং নির্ধারণের জন্য বিধান তৈরি করার একটি আইন, এবং সেই উদ্দেশ্যে, একটি বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন প্রতিষ্ঠা করা'। অন্যদিকে, পিসি আইন হলো দেশে দুর্নীতির সামাজিক কুপ্রথা দমনের উদ্দেশ্যে প্রণীত একটি আইন। সুতরাং, একটি আইনে ব্যবহৃত প্রযুক্তিগত সংজ্ঞা অন্যটিতে প্রসারিত করা উপযুক্ত নাও হতে পারে, কারণ দুটি আইন একে অপরের সাথে 'ইন পারি ম্যাটেরিয়া' নয়।

৩২. এই আইনি নীতিটি সম্প্রতি এই আদালতের ৩ বিচারকের বেঞ্চ ব্যাঙ্গালোর টার্ফ ক্লাব লি. বনাম রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইএসআই কর্পোরেশন (২০১৪) ৯ এসসিসি ৬৫৭ মামলায় প্রয়োগ করেছিল। সেখানে আইনজীবী যুক্তি দিয়েছিলেন যে, ইএসআই আইনের অধীনে 'দোকান' শব্দটির ব্যাখ্যা সংশ্লিষ্ট দোকান ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান আইন এর সংজ্ঞার আলোকে নির্ধারণ করা উচিত। আদালতের এই যুক্তি খণ্ডন করে রায় দেয়:

"৫২. এখানে আপিলকারীদের দ্বারা উত্থাপিত একটি যুক্তি হলো 'ডক্ট্রিন অফ পারি ম্যাটেরিয়া' সম্পর্কিত। এটি যুক্তি দেওয়া হয়েছে যে, যেহেতু ইএসআই আইন 'দোকান' শব্দটিকে সংজ্ঞায়িত করে না, তাই সংশ্লিষ্ট রাজ্য আইনসভা কর্তৃক প্রণীত দোকান ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান আইনের সংজ্ঞাগুলির আলোকে উক্ত সংজ্ঞাটি নির্ধারণ করা যেতে পারে, কারণ উভয় আইনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য এক এবং অভিন্ন।

৫৩. উপরোক্ত উদ্দেশ্যে, 'ডক্ট্রিন অফ পারি ম্যাটেরিয়া' এর ধারণাটি খতিয়ে দেখা প্রয়োজন এবং প্রদত্ত আইনগুলি প্রকৃতপক্ষে ইএসআই আইনের সাথে 'পারি ম্যাটেরিয়া' কিনা তা আরও নিশ্চিত করা প্রয়োজন। এটি সুপ্রতিষ্ঠিত আইন যে, যখন দুটি আইন একই বিষয় নিয়ে কাজ করে তখন তাদের একে অপরের সাথে 'পারি ম্যাটেরিয়া' বলা হয়। এই নিয়মের পেছনের যুক্তিটি ব্যাখ্যামূলক অনুমানের উপর ভিত্তি করে তৈরি হয়েছে যে, আইনগুলিতে ব্যবহৃত শব্দগুলি একই অর্থে ব্যবহৃত হয়। তবে, এই অনুমান আইনগুলির প্রেক্ষাপট দ্বারা খণ্ডনযোগ্য।

সাদারল্যান্ডের সংবিধিবদ্ধ ও সংবিধিবদ্ধ নির্মাণ, খণ্ড ২,৩য় সংস্করণ অনুসারে।

"সংবিধিগুলি যখন একই ব্যক্তি বা জিনিসের সাথে সম্পর্কিত হয়, বা একই শ্রেণীর ব্যক্তি বা জিনিসের সাথে সম্পর্কিত হয়, বা একই উদ্দেশ্য বা উদ্দেশ্য থাকে তখন একই বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত বলে মনে করা হয়।"

...

৫৮. এই উপসংহারে আসা যেতে পারে যে, যদিও ই. এস. আই আইন, ১৯৪৮ আইন এবং ১৯৬১ আইন শ্রম ও শ্রমিকদের নিয়ে কাজ করে, মূলত এবং প্রকৃত অর্থে তাদের একটি ভিন্ন সুযোগ এবং প্রয়োগ রয়েছে। এই আইনগুলির কার্যকারিতার ক্ষেত্রে কোনও ওভারল্যাপ আছে বলে মনে হয় না এবং পারস্পরিক একচেটিয়া পরিকল্পনা রয়েছে, তাই এই যুক্তি যে আইনগুলি একে অপরের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, তা অবশ্যই ব্যর্থ হবে।

৫৯. এই আদালতকে অবশ্যই সেই বিষয়টিরও সমাধান করতে হবে যা এই যুক্তির সময় উত্থাপিত হয়েছিল যে "দোকান" শব্দটি বিতর্কিত বিজ্ঞপ্তিগুলির পাশাপাশি ১৯৪৮ আইন এবং ১৯৬১ আইনে ব্যবহৃত হয়েছে এবং তাই বিজ্ঞপ্তিটি ব্যাখ্যা করার জন্য পরবর্তী আইনগুলি থেকে সহায়তা নেওয়া যেতে পারে, উপরের আলোচনার আলোকে টিআই যুক্তিটি দায়বদ্ধতার আবেদন করে না... "

(জোর দেওয়া হয়েছে)

একই কারণে আমরা মনে করি যে উড়িষ্যা লিফট ইরিগেশন কর্পোরেশন লিমিটেড বনাম রবি শঙ্কর পাত্রো, (২০১৮) ১ এস. সি. সি ৪৬৮-এর এই আদালতের রায়ের উপর হাইকোর্টের নির্ভরতা উপযুক্ত ছিল না, কারণ এটি বিশ্ববিদ্যালয়গুলির প্রশাসন/নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত আইনগুলির ক্ষেত্রে ছিল এবং পি. সি আইনের উদ্দেশ্যগুলির সাথে সম্পর্কিত নয়।

৩৩. এ থেকে আমরা এই সিদ্ধান্তে আসি যে, ইউজিসি আইনের উদ্দেশ্যকে দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনে ধার করা যাবে না, এবং দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনে উল্লেখিত "বিশ্ববিদ্যালয়" শব্দটির একটি স্বাধীন অর্থ প্রদান করা প্রয়োজন। ভারতে, ইউজিসি আইনের ধারা ২(চ) এবং ১২খ এর অধীনে ৩১.০৭.২০১৯ তারিখ পর্যন্ত মোট ১২,২০৬টি বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে। অন্যদিকে, ২৩.০৬.২০০৮ তারিখ পর্যন্ত ভারতজুড়ে প্রায় ১২৪টি বিবেচিত বিশ্ববিদ্যালয় ছিল। ভারতের শিক্ষা খাতে সামগ্রিকভাবে বৃদ্ধি দেখা গেছে। এতে কোনো বিতর্ক নেই যে, দেশের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পরিষেবা খাত হিসেবে শিক্ষাক্ষেত্রে বিভিন্ন কেলেঙ্কারি দেখা গেছে।

এই প্রসঙ্গে, আমাদের বুঝতে হবে যে একটি ডিম্ড বিশ্ববিদ্যালয় পিসি আইনের ধারা ২ (গ) (xi)-এর আওতায় আসবে কিনা।

৩৪. পি. সি আইনের ধারা ২ (গ) পর্যালোচনায় আমরা লক্ষ্য করতে পারি যে কোনও ব্যক্তির অবস্থানের উপর জোর দেওয়া হয় না, বরং এটি তাঁর দ্বারা সম্পাদিত সরকারি দায়িত্বের উপর দেওয়া হয়। এই ক্ষেত্রে, আইন প্রণয়নের উদ্দেশ্য ছিল কর্তৃপক্ষের একটি সম্পূর্ণ তালিকা প্রদান না করা, যা এর আওতায় রয়েছে, বরং 'সরকারি কর্মচারী'-এর একটি সাধারণ সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। এটি 'বিশ্ববিদ্যালয়' শব্দটির সংজ্ঞা সম্পর্কে একটি গুরুত্বপূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রমাণ প্রদান করে।

৩৫. বিশ্ববিদ্যালয় শব্দটি সম্পর্কে আমাদের বোঝার ক্ষেত্রে 'যেকোন' শব্দের ব্যবহার গুরুত্বপূর্ণ। আমরা কর্তৃপক্ষের লাইন সম্পর্কে সচেতন, যেখানে এই আদালত 'যেকোন' শব্দের প্রভাবকে 'প্রতিটি' অর্থে হ্রাস করেছে [হীরা দেবী বনাম জেলা বোর্ড, শাহজাহানপুর, (১৯৫২) এস. সি. আর. ১১২২ দেখুন]। তবে, আমরা এমন দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করতে পারি না কারণ বর্তমান বিরোধটি যে প্রেক্ষাপটে উদ্ভূত হয়, তা উপরের থেকে আলাদা।

৩৬. দুর্নীতি দমন বিলের ১ নম্বর ধারার নোটের দিকেও আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। ভারতের গেজেটে ২ নম্বর ধারার নোটের ২ নম্বর ধারা, অসাধারণ, ১ম অংশ, ধারা ২, আইন প্রণয়নের অভিপ্রায় স্পষ্ট করে, যেখানে এটি নিম্নরূপ মন্তব্য করা হয়েছিলঃ

"২. এই প্রকরন বিলটিতে ব্যবহৃত শব্দবন্ধগুলির সংজ্ঞা নির্ধারণ করে। ২(গ) প্রকরন 'সরকারি কর্মচারী' কে সংজ্ঞায়িত করে। <u>বিদ্যমান সংজ্ঞায় জোর দেওয়া হয়েছে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ এবং পারিশ্রমিক প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের উপর। প্রস্তাবিত সংজ্ঞায় জোর দেওয়া হয়েছে জনসেবার উপর।</u> 'নির্বাচন' এর সংজ্ঞা ভারতীয় দণ্ডবিধি, ১৮৬০-এর এই শব্দবন্ধের সংজ্ঞার উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে।"

(জোর দেওয়া হয়েছে)

৩৭. উপরন্তু, পি. সি আইন প্রণয়নের আগে যে আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত বিতর্ক হয়েছিল, সেগুলির প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে দুর্নীতি প্রতিরোধের উদ্দেশ্যের উপর জোর দেওয়া হয়েছিল দলের সর্বত্রই।

৩৮. ব্যাখ্যার বাহ্যিক সহায়কগুলির কথা বললে, "বিশ্ববিদ্যালয়" শব্দটি ব্যুৎপত্তিগতভাবে ল্যাটিন শব্দ "ইউনিভার্সিজাস ম্যাজিস্ট্রোরাম এট স্কলারিয়াম" থেকে উদ্ভূত, যার মোটামুটি অর্থ হল "শিক্ষক ও পণ্ডিতদের সম্প্রদায়", ব্ল্যাকের আইন অভিধান "বিশ্ববিদ্যালয়" কে সংজ্ঞায়িত করেঃ

"উচ্চশিক্ষার একটি প্রতিষ্ঠান, যা একটি একক কর্পোরেট সংস্থা ও সরকারের অধীনে একত্রিত কলেজগুলির একটি সমাবেশ নিয়ে গঠিত, যেখানে কলা ও বিজ্ঞান এবং বিদ্বান পেশাগুলিতে শিক্ষা প্রদান করা হয় এবং ডিগ্রি প্রদান করা হয়। দেখুন কম. বনাম ব্যাংকস, ১৯৮ পা. ৩৯৭. ৪৮ অ্যাটল. ২৭৭।"

৩৯. ল লেক্সিকন, এটিকে নিম্নোক্তভাবে সংজ্ঞায়িত করে:

"উচ্চতর শিক্ষার শাখাগুলি শেখানোর জন্য শিক্ষক বা বিদ্বান ব্যক্তিদের বা কলেজগুলির একটি কর্পোরেশন বা সমাবেশ; এবং যাদের ডিগ্রি প্রদানের ক্ষমতা আছে।

বিশ্ববিদ্যালয় (বিশ্ববিদ্যালয়)। এমন একটি স্থান যেখানে সকল প্রকার সাহিত্য সর্বজনীনভাবে শেখানো হয়। (টমলিন'স ল ডিক.) আরও দেখুন ১৯০৪ সালের অ্যাক্ট VIII, ধারা ২, প্রকরন (২)(গ)।

একটি সাধারণ ধরনের বিশ্ববিদ্যালয়কে জনপ্রিয় ভাষায় শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের একটি সংগঠন হিসাবে বর্ণনা করা যেতে পারে, যা একটি নির্দিষ্ট স্থানে প্রতিষ্ঠিত, প্রকৃতি অধ্যয়নের উদ্দেশ্যে, যেখানে শিক্ষকদের একটি সংস্থার শিক্ষার্থীদের দক্ষতা প্রমাণ করার ক্ষমতা আছে, তাদের উপর উপাধি অর্পণ করার মাধ্যমে, যা বোঝায় যে তারাও যোগ্যতা ধারণ করে এবং জ্ঞানের নির্দিষ্ট শাখায় যেখানে তাদের শেখানো হয় সেখানে বিদ্বানদের সারিতে ভর্তি হয়েছে।

'বিশ্ববিদ্যালয়' শব্দটি সাধারণত একটি নিগমবদ্ধ সংস্থা হিসাবে বোঝা হয় যা শিক্ষার উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত, বিভিন্ন অনুদান এবং সুযোগ-সুবিধাসহ। এই ধরনের সংস্থাগুলি প্রাচীনকালে পোপের আদেশ বা সনদ দ্বারা, পরে রাজকীয় সনদ বা সংসদীয় আইন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। বিশ্ববিদ্যালয় একটি কর্পোরেশন অ্যাগ্রিগেট-কর্পোরেশনগুলির সমষ্টি-কর্পোরেশনগুলি সাধারণত কলেজ বা স্কুল হয়।"

৪০. হ্যালসবারির তৃতীয় সংস্করণ, ভলিউম ১৩, পৃষ্ঠা ৭০৭, অনুচ্ছেদ ১৪৪১ "বিশ্ববিদ্যালয়জ" শব্দটি নিয়ে আলোচনা করে। এটি অনুসারে:

"'বিশ্ববিদ্যালয়' শব্দটি কোনো শিল্পসম্মত শব্দ নয় এবং যদিও এটি যে প্রতিষ্ঠানগুলিকে বোঝায় তা সহজেই শনাক্ত করা যায়, তবুও এর সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা দেওয়া কঠিন। একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য বলে মনে হয় যে এটি সার্বভৌম ক্ষমতা দ্বারা সেইভাবে নিগমবদ্ধ হয়েছিল।

একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য বৈশিষ্ট্যগুলি হলো বিশ্বের সকল অংশ থেকে শিক্ষার্থীদের ভর্তি, একাধিক মাস্টার, উচ্চতর অনুষদগুলির মধ্যে অন্তত একটির যেমন ধর্মতত্ত্ব,

আইন বা দর্শন, যা কিছু সংজ্ঞায় অভিন্ন হিসাবে বিবেচিত হয়, এবং ঔষধবিদ্যা শিক্ষাদান, আবাসনের ব্যবস্থা, এবং ডিগ্রি প্রদানের অধিকার। তবে, এই বৈশিষ্ট্যগুলি থাকলেই কোনো প্রতিষ্ঠান বিশ্ববিদ্যালয় হবে না যদি সার্বভৌম ক্ষমতার এটিকে বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে তৈরি করার কোনো সুস্পষ্ট উদ্দেশ্য না থাকে।"

অন্তর্ভুক্তি প্রাচীনকালে পোপের ষাঁড় বা সনদ দ্বারা পরে রাজকীয় সনদ বা সংসদের আইন দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল।

৪১. শব্দ এবং বাক্যাংশে, স্থায়ী সংস্করণ। (ওয়েস্ট পাবলিশিং কোম্পানি), "বিশ্ববিদ্যালয়" শব্দটি নিম্নরূপ সংজ্ঞায়িত করা হয়েছেঃ

বিশ্ববিদ্যালয়ঃ

রাজনৈতিক ও কর্পোরেট সংস্থাগুলি "শেষ পর্যন্ত সিসেরোর সময় পর্যন্ত বিদ্যমান ছিল বলে জানা গেছে, এবং গাইয়াস এগুলি এথেন্সের সোলনের আইনগুলিতেও খুঁজে পেয়েছেন, যিনি প্রায় ৫০০ বছর আগে বেঁচে ছিলেন.....

এবং অনাদিকাল থেকে, বর্তমান দিনের মতো, একটি কর্পোরেশন বা ব্যক্তিদের কৃত্রিম সংস্থা হওয়ার এই বিশেষাধিকার, একটি আইনত সংগঠিত সংস্থা হিসাবে সাধারণভাবে তাদের সম্পত্তি, অধিকার এবং অনাক্রম্যতা ধরে রাখার ক্ষমতা এবং ব্যক্তিদের সম্পত্তির প্রাকৃতিক উত্তরাধিকার থেকে আলাদা একটি কৃত্রিম উত্তরাধিকার দ্বারা এই সংস্থায় প্রেরণ করার অধিকারকে এমন একটি ভোটাধিকার হিসাবে বিবেচনা করা হয়েছে যা সরকার বা সার্বভৌম শক্তির কাছ থেকে সেই উদ্দেশ্যে বিশেষ কর্তৃত্ব ব্যতীত কোনও সংশ্লিষ্ট সংস্থা দ্বারা আইনত গ্রহণ করা যায় না।"

৪২. ইউজিসি আইনের অধীনে, ধারা ২(চ) এ বিশ্ববিদ্যালয়কে নিম্নোক্তভাবে সংজ্ঞায়িত ও স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে:

"বিশ্ববিদ্যালয়" "অর্থ একটি কেন্দ্রীয় আইন, একটি প্রাদেশিক অভিনেতা, একটি রাজ্য আইন দ্বারা বা তার অধীনে প্রতিষ্ঠিত বা অন্তর্ভুক্ত একটি বিশ্ববিদ্যালয় এবং সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে পরামর্শ করে, এই আইনের অধীনে এই বিষয়ে প্রবিধান অনুসারে কমিশন দ্বারা পুনর্বিবেচনা করা যেতে পারে এমন কোনও প্রতিষ্ঠান অন্তর্ভুক্ত।"

৪৩. ইউজিসি আইনের ধারা ৩ এর অধীনে একটি বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে গণ্য নিম্নোক্তভাবে স্বীকৃত:

<u>বিশ্ববিদ্যালয় ব্যতীত উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠানসমূহের ক্ষেত্রে আইনের প্রয়োগ</u>

৩. কেন্দ্রীয় সরকার, কমিশনের পরামর্শক্রমে, সরকারি গেজেটে বিজ্ঞপ্তি দ্বারা ঘোষণা করতে পারে যে, বিশ্ববিদ্যালয় ব্যতীত অন্য যেকোনো

উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান এই আইনের উদ্দেশ্যে একটি বিশ্ববিদ্যালয় বলে গণ্য হবে, এবং এই ধরনের ঘোষণা করার পর, এই আইনের সমস্ত বিধান এমন প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে যেন এটি ধারা ২ এর প্রকরন (এফ) এর অর্থের মধ্যে একটি বিশ্ববিদ্যালয়।

৪৪. যেমনটি আগে আলোচনা করা হয়েছে, পি. সি আইনের উদ্দেশ্য ছিল শুধুমাত্র ঘুষ ও দুর্নীতির সামাজিক কুপ্রথা রোধ করা নয়, বরং প্রচলিতভাবে সরকারি কর্মচারী হিসাবে বিবেচিত না হওয়া ব্যক্তিদের ক্ষেত্রেও এটি প্রযোজ্য করা। পি. সি আইনের অধীনে উদ্দেশ্য ছিল ঐতিহ্যগতভাবে সরকারি কর্মকর্তা নামে পরিচিত ব্যক্তিদের থেকে সরকারি দায়িত্ব পালনকারী ব্যক্তিদের দিকে মনোনিবেশ করা। একই কথা মনে রেখে, আবেদনকারী-রাষ্ট্রের বিদ্বান প্রবীণ পরামর্শদাতার দ্বারা যথাযথভাবে জমা দেওয়া, এটি বলা যায় না যে একটি "বিবেচিত বিশ্ববিদ্যালয়" এবং এর কর্মকর্তারা কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ের সরলীকরণকারী এবং এর কর্মকর্তাদের দ্বারা সম্পাদিত কোনও কম বা কোনও ভিন্ন সরকারি দায়িত্ব পালন করে।

৪৫. অতএব, উপরোক্ত সমস্ত কারণে, আমরা মনে করি যে উচ্চ আদালত এই রায় দেওয়ার ক্ষেত্রে ভুল ছিল যে, পিসি আইনের ধারা ২ (গ) (xi) এর অধীনে একটি "বিবেচিত বিশ্ববিদ্যালয়" শব্দটির আওতা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে।

৪৬. উপরোক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হয়ে, বর্তমান মামলায় মূল প্রশ্নটি হলো, 'বিবেচিত বিশ্ববিদ্যালয়'র পরিচালনা পর্ষদে থাকা আপিলকারী-ট্রাস্টি কি দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ২(গ) ধারার আওতাভুক্ত একজন 'সরকারি কর্মচারী'? সম্প্রতি, এই আদালত সিবিআই বনাম রমেশ গেল্লি (২০১৬) ৩ এসসিসি ৭৮৮ মামলায় এই প্রশ্নটি নিয়ে আলোচনা করেছে যে, একটি বেসরকারি ব্যাংকের চেয়ারম্যান, পরিচালক এবং কর্মকর্তারা একটি সরকারি খাতের ব্যাংকের সাথে একীভূত হওয়ার আগে দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের অধীনে বিচারের জন্য সরকারি কর্মচারী হিসেবে শ্রেণীবদ্ধ হতে পারেন কিনা। আইনের উপরোক্ত প্রস্তাবনা নিয়ে আলোচনা করার সময়, আদালত দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের উদ্দেশ্য এবং পরিধি বিশ্লেষণ করে নিম্নলিখিত পর্যবেক্ষণগুলি করেছে:

১৫. দুর্নীতি প্রতিরোধ বিলের উদ্দেশ্য ও কারণগুলি থেকে এটি স্পষ্ট যে, আইনটি তার আওতা বাড়িয়ে দুর্নীতি বিরোধী আইনকে আরও কার্যকর করার উদ্দেশ্যে তৈরি করা হয়েছিল। এটিও স্পষ্ট যে, 'সরকারি কর্মচারী'-এর সংজ্ঞার পরিধি বাড়ানোর জন্য বিলটি পেশ করা হয়েছিল। ১৯৮৮ সালের দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের আগে, ১৯৪৭ সালের দুর্নীতি প্রতিরোধ আইন এবং ভারতীয় দণ্ডবিধির নবম অধ্যায়ের ১৬১ থেকে ১৬৫-এ ধারাগুলি দুর্নীতি প্রতিরোধের আইন ক্ষেত্রকে নিয়ন্ত্রণ করত। সংসদ ১৯৪৭ সালের দুর্নীতি প্রতিরোধ আইন বাতিল করে

এবং পি. সি আইন, ১৯৮৮-এর ৩০ ও ৩১ ধারার অধীনে প্রদত্ত আই. পি. সি-র ১৬১ থেকে ১৬৫-এ ধারা বাদ দেওয়া হয়েছে। যেহেতু পি. সি আইন, ১৯৮৮-এর অধীনে "সরকারি কর্মচারী"-এর একটি নতুন সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে, তাই আই. পি. সি-র ২১ ধারায় দেওয়া "সরকারি কর্মচারী"-এর সংজ্ঞাটি পুনরুত্পাদন করার প্রয়োজন নেই।

১৭. উপরোক্ত সংজ্ঞাটি দেখায় যে, ১৯৮৮ সালের দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ধারা ২(গ)-এর উপ-ধারা (viii) এর অধীনে, একজন ব্যক্তি যিনি এমন একটি পদ ধারণ করেন যার সুবাদে তিনি যেকোনো জনসেবামূলক কর্তব্য সম্পাদনের জন্য অনুমোদিত বা প্রয়োজনীয়, তিনিই একজন সরকারি কর্মচারী। এখন, বর্তমান মামলার উদ্দেশ্যে এই আদালতকে পরীক্ষা করতে হবে যে, ব্যাংকিং রেগুলেশন অ্যাক্ট, ১৯৪৯ এর অধীনে আরবিআই কর্তৃক প্রদত্ত লাইসেন্সের অধীনে পরিচালিত একটি বেসরকারি ব্যাংকের চেয়ারম্যান/ব্যবস্থাপনা পরিচালক বা নির্বাহী পরিচালক কি কোনো পদ ধারণ করেছেন/করেন এবং জনসেবামূলক কর্তব্য সম্পাদন করেছেন/করেন, যাতে উপরে উল্লিখিত "সরকারি কর্মচারী" এর সংজ্ঞা আকর্ষণ করে।

(গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে)

৪৭. এই আদালত পি.ভি. নরসিমা রাও বনাম রাজ্য (সিবিআই/এসপিই), (১৯৯৮) ৪ এসসিসি ৬২৬ মামলায় "পদ" শব্দটি নিম্নোক্তভাবে স্পষ্ট করেছে:

"৬১. ... 'পদ' শব্দটি সাধারণত 'একটি অবস্থান যেখানে নির্দিষ্ট কিছু দায়িত্ব সংযুক্ত থাকে, বিশেষ করে একটি সংবিধানসম্মত কর্তৃপক্ষের অধীনে আস্থা, কর্তৃত্ব বা সেবার একটি স্থান' হিসেবে বোঝা যায়। (দেখুন অক্সফোর্ড শর্টার ইংলিশ ডিকশনারি, ৩য় সংস্করণ, পৃষ্ঠা ১৩৬২)। ম্যাকমিলান বনাম গেস্ট, (১৯৪২) ১ অল ইআর ৬০৬ (এইচএল) মামলায়, লর্ড রাইট বলেছেন:

'... 'পদ' শব্দটির বিষয়বস্তু অনির্দিষ্ট। এর বিভিন্ন অর্থ নিউ ইংলিশ ডিকশনারির চারটি কলাম জুড়ে রয়েছে, তবে এই মামলার উদ্দেশ্যে সবচেয়ে প্রাসঙ্গিক হিসেবে আমি নিম্নলিখিতটি গ্রহণ করছি:

"একটি অবস্থান বা স্থান যেখানে নির্দিষ্ট কিছু দায়িত্ব সংযুক্ত থাকে, বিশেষ করে যেটি কমবেশি জনসেবামূলক চরিত্রের।"

একই মামলায় লর্ড অ্যাটকিন নিম্নলিখিত অর্থ দিয়েছেন:

'... "একটি পদ বা কর্মসংস্থান যা বিদ্যমান, স্থায়ী, সারগর্ভ অবস্থান, যার একটি অস্তিত্ব ছিল যা পূরণকারী ব্যক্তির থেকে স্বাধীন ছিল, যা চলতে থাকে এবং ক্রমান্বয়ে উত্তরসূরিদের দ্বারা পূরণ হয়।"'

রাজ্য সম্যান (পি) লি. বনাম এইচ.আর. দেব, এআইআর ১৯৬৮ এসসি১৪৯৫ এবং মহাদেব বনাম শান্তিভাই, (১৯৬৯) ২ এসসিআর ৪২২ মামলায় এই আদালত লর্ড রাইটের দেওয়া অর্থ গ্রহণ করেছে যখন বলা হয়েছিল:

'একটি পদ বলতে এমন একটি অবস্থান বোঝায় যেখানে কিছু নির্দিষ্ট দায়িত্ব সংযুক্ত থাকে।'

৪৮. মনীষ ত্রিবেদী বনাম রাজস্থান রাজ্য, (২০১৪) ১৪ এসসিসি ৪২০ মামলায় এই আদালত "সরকারি কর্মচারী" শব্দবন্ধের পরিধি আরও স্পষ্ট করেছে "পদ"-এর প্রাসঙ্গিকতার উপর জোর দিয়ে, যেখানে সম্পাদিত কর্তব্যের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল। আদালত সেখানে উল্লেখ করেছে:

"১৯. বর্তমান আইন (১৯৮৮ সালের আইন) "সরকারি কর্মচারী" অভিব্যক্তির সংজ্ঞার পরিধি বাড়ানোর কথা কল্পনা করে। এটি জন প্রশাসনকে বিশুদ্ধ করার জন্য কার্যকর করা হয়েছিল। আইনসভা সরকারি কর্মচারীদের মধ্যে দুর্নীতি দমন ও শাস্তি দেওয়ার উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য "সরকারি কর্মচারী" এর একটি ব্যাপক সংজ্ঞা ব্যবহার করেছে। সুতরাং, সংজ্ঞার প্রকরনের বিষয়বস্তুকে এমনভাবে সীমাবদ্ধ করা অনুচিত হবে যা আইনের মূল চেতনার পরিপন্থী। এই নীতিটি মনে রেখে, যখন আমরা আপিলকারীর মামলা বিবেচনা করি, তখন আমাদের কোনো সন্দেহ নেই যে তিনি আইনের ২(গ) ধারার অর্থানুযায়ী একজন সরকারি কর্মচারী। বর্তমান আইনের ২(গ) প্রকরনের (viii) প্রকরন এমন যেকোনো ব্যক্তিকে সরকারি কর্মচারী করে তোলে, যিনি এমন একটি পদ ধারণ করেন যার সুবাদে তিনি যেকোনো জনসেবামূলক কর্তব্য সম্পাদনের জন্য অনুমোদিত বা প্রয়োজনীয়। "পদ" শব্দটি অনির্দিষ্ট ব্যাখ্যার এবং, বর্তমান প্রেক্ষাপটে, এটি এমন একটি অবস্থান বা স্থান বোঝাবে যেখানে কিছু নির্দিষ্ট দায়িত্ব সংযুক্ত থাকে এবং এর একটি অস্তিত্ব থাকে যা এটি পূরণকারী ব্যক্তিদের থেকে স্বাধীন।"

(গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে)

৪৯. "সরকারি কর্মচারী" শব্দটির ব্যাপকতা অনুধাবন করার জন্য, "জনসেবা" শব্দটির প্রাসঙ্গিকতা অগ্রাহ্য করা যায় না। "জনসেবা" পিসি আইনের ধারা ২(খ) এর অধীনে সংজ্ঞায়িত, যা নিচে দেওয়া হলো:

২(খ) 'জনসেবা' বলতে এমন একটি কর্তব্যকে বোঝায় যার নিষ্পত্তিতে রাষ্ট্র, জনগণ বা বৃহত্তর সম্প্রদায়ের স্বার্থ জড়িত থাকে।

৫০. স্পষ্টতই, দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ২(খ) ধারার ভাষা নির্দেশ করে যে, যে কোনো কর্তব্য নিষ্পন্ন করার ক্ষেত্রে রাষ্ট্র, জনগণ বা বৃহত্তর সমাজের কোনো স্বার্থ থাকে, তাকে জনসেবা বলা হয়। ২ ধারার প্রথম ব্যাখ্যা আরও স্পষ্ট করে যে, ২ ধারার অধীনে উল্লিখিত যে কোনো শ্রেণীর অন্তর্গত ব্যক্তি সরকারি কর্মচারী হবেন, তিনি সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হন বা না হন। দ্বিতীয় ব্যাখ্যাটি পরিধি আরও প্রসারিত করে এমন প্রত্যেক ব্যক্তিকে অন্তর্ভুক্ত করে যিনি কার্যত একজন সরকারি কর্মচারীর কাজ সম্পাদন করেন এবং তাকে কোনো আইনি ত্রুটি বা কারিগরি কারণে সরকারি কর্মচারীর আওতার বাইরে আনা থেকে বিরত রাখা উচিত নয়।

৫১. বর্তমান মামলায়, গৌরব ডি. মেহতা (উপাচার্য), শ্রী প্রাগ্নেশকুমার রমেশভাই ত্রিবেদী (সুমন্দীপ বিদ্যাপীঠ বিশ্ববিদ্যালয়ের হিসাব কর্মকর্তা) এবং অন্যান্য সাক্ষীদের জবানবন্দির প্রাথমিক মূল্যায়নে দেখা যায় যে, বর্তমান উত্তরদাতা ভর্তি প্রদান, ফি সংগ্রহ এবং অনুদানের অর্থের বিষয়ে চূড়ান্ত কর্তৃপক্ষ ছিলেন।

৫২. অভিযোগপত্রে বিশেষভাবে প্রকাশ করা হয়েছে যে, উত্তরদাতা কথিতভাবে শিক্ষার্থীদের পরীক্ষার ফর্ম পূরণ করার অনুমতি দেওয়ার অজুহাতে নির্ধারিত ফির উপরে নির্দিষ্ট অতিরিক্ত অর্থ সংগ্রহ করছিলেন। অতএব, পরীক্ষায় বসার জন্য ফর্ম পূরণ করার আগে উত্তরদাতাকে কথিত পরিমাণ অর্থ প্রদান একটি পূর্বশর্ত ছিল। বিশেষভাবে, অভিযোগে বলা হয়েছিল যে, উত্তরদাতা সহ-অভিযুক্ত ভারত সাভান্টকে বিশ লক্ষ টাকা দেওয়ার দাবি করেছিলেন, অন্যথায় অভিযোগকারীর মেয়েকে পরীক্ষায় বসার অনুমতি দেওয়া হতো না। আমাদের মতে, অভিযানের সময় বিপুল সংখ্যক চেক পাওয়া গিয়েছিল, যা কথিত অপরাধ সংঘটনের বিষয়ে একটি গুরুতর সন্দেহ স্থাপনের জন্য যথেষ্টর চেয়েও বেশি।

৫৩. উত্তরদাতা প্রবলভাবে জোর দিয়ে বলেছেন যে, তিনি সুমন্দীপ চ্যারিটেবল ট্রাস্টের একজন ট্রাস্টি এবং সুমন্দীপ বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে তার কোনো সম্পর্ক নেই। কিন্তু, এটি উল্লেখ করা উচিত যে, নিম্ন আদালত ট্রাস্ট এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে সংযোগ, সেইসাথে বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে উত্তরদাতার সম্পর্ক বিশ্লেষণ করতে ব্যর্থ হয়েছে। প্রাথমিকভাবে , একটি গুরুতর সন্দেহ তৈরি হয়েছে যে উত্তরদাতা শিক্ষার্থীদের এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার দিকটি নিয়ে কাজ করে তার পরিষেবা দিচ্ছিলেন। তবে, বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে উত্তরদাতার সঠিক অবস্থান সম্পর্কে সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর আগে প্রমাণের বিস্তারিত মূল্যায়ন প্রয়োজন।

৫৪. এই পর্যায়ে, আমরা লক্ষ্য করতে পারি যে ফৌজদারি দণ্ডবিধির ধারা ২২৭-এর ক্ষেত্রে এই আদালতের এখতিয়ার সীমিত এবং বাস্তবসম্মত অনুমানের দিক সম্পর্কে বিচরণমূলক অনুসন্ধান পরিচালনা করা উচিত নয়। এই আদালত, ভারত সরকার বনাম প্রফুল্ল কুমার সামল, ১৯৭৯ (৩) এস. সি. সি ৪-এর ক্ষেত্রে, ফৌজদারি দণ্ডবিধির ধারা ২২৭-এর পরিধি বিবেচনা করার একটি সুযোগ ছিল এবং এটি -এর অধীনে বিবেচিত হয়েছিল।

"৭. কোডের ধারা ২২৭ এইভাবে চলেঃ

"যদি মামলার নথি এবং তার সঙ্গে জমা দেওয়া নথি বিবেচনা করে এবং অভিযুক্ত ও রাষ্ট্রপক্ষের বক্তব্য শোনার পর বিচারক বিবেচনা করেন যে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য পর্যাপ্ত ভিত্তি নেই, তাহলে তিনি অভিযুক্তকে অব্যাহতি দেবেন এবং তা করার কারণ লিপিবদ্ধ করবেন।"

"অভিযুক্তের বিরুদ্ধে মামলা চালানোর জন্য যথেষ্ট ভিত্তি নেই" শব্দগুলি স্পষ্টভাবে দেখায় যে বিচারক রাষ্ট্রপক্ষের নির্দেশে অভিযোগ গঠনের জন্য নিছক একটি ডাকঘর নন, তবে রাষ্ট্রপক্ষের দ্বারা বিচারের জন্য একটি মামলা তৈরি করা হয়েছে কিনা তা নির্ধারণ করার জন্য মামলার তথ্যের প্রতি তাঁর বিচারিক মন প্রয়োগ করতে হবে। এই সত্যটি মূল্যায়নের ক্ষেত্রে, আদালতের পক্ষে বিষয়টির উপকারিতা এবং কুফলগুলি প্রবেশ করা বা প্রমাণ এবং সম্ভাবনার মূল্যায়ন এবং ভারসাম্য বজায় রাখা প্রয়োজন নয় যা বিচার শুরু হওয়ার পরে প্রকৃতপক্ষে তাঁর কাজ। ধারা ২২৭-এর পর্যায়ে, বিচারককে কেবল অভিযুক্তের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য যথেষ্ট ভিত্তি আছে কিনা তা খুঁজে বের করার জন্য প্রমাণগুলি পরীক্ষা করতে হবে, যথেষ্ট প্রমাণ তার মধ্যে পুলিশ দ্বারা নথি করা প্রমাণের প্রকৃতি বা আদালতে উপস্থাপিত নথিগুলি গ্রহণ করবে যা প্রকাশ করে যে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে সন্দেহজনক পরিস্থিতি রয়েছে যাতে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করা যায়।"

৫৫. এছাড়াও, সজ্জন কুমার বনাম সেন্ট্রাল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন, ২০১০ (৯) এস. সি. সি ৩৬৮ মামলায় এই আদালত অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে মন্তব্য করেছেঃ -

ফৌজদারি কার্যবিধির ২২৭ এবং ২২৮ ধারাগুলির পরিধি সম্পর্কে কর্তৃপক্ষগুলির বিবেচনার পর নিম্নলিখিত নীতিগুলি উদ্ভূত হয়:

...

(ii) যেখানে আদালতের সামনে উপস্থাপিত উপকরণগুলি অভিযুক্তের বিরুদ্ধে গুরুতর সন্দেহ প্রকাশ করে যা সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করা হয়নি,

সেখানে আদালত চার্জ গঠন করে এবং বিচার প্রক্রিয়া চালিয়ে যেতে সম্পূর্ণরূপে ন্যায্য হবে... "

৫৬. অতএব, উপরোক্ত প্রস্তাবের সাথে সামঞ্জস্য রেখে, এই মামলাটি মামলার তথ্য ও পরিস্থিতি বিবেচনা করে অভিযুক্ত-উত্তরদাতাকে অব্যাহতি দেওয়ার জন্য এখানে ধারা ২২৭ এর অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগ করা উপযুক্ত নয়। তবে, এটি লক্ষ করা উচিত যে, এই রায়টি একটি সীমিত উদ্দেশ্যে দেওয়া হয়েছে, এবং আমরা মামলার যোগ্যতার বিষয়ে কোনও মতামত প্রকাশ করিনি। বিচারিক আদালতকে মামলাটি দ্রুত এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

৫৭. তদনুসারে, হাইকোর্টের বিতর্কিত রায় বাতিল করা হয়। আপিল অনুমোদিত।

অজয় রাস্তোগি, বিচারপতি

১. আমার শ্রদ্ধেয় ভাই বিচারপতি এন. ভি. রামানার প্রস্তাবিত খসড়া রায়ের মধ্য দিয়ে যাওয়ার সুবিধা ছিল থাভের। যুক্তির উল্লেখযোগ্য প্রক্রিয়ার উপর ভিত্তি করে আমার জ্ঞানী ভাই যে সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন তার সাথে আমি পুরোপুরি একমত। আমি আমার কিছু মতামত যোগ করতে চাই, এই কারণে নয় যে রায়টির আরও বিশদ বিবরণের প্রয়োজন, বরং আইনের প্রশ্নটি খুঁজছি যা যথেষ্ট গুরুত্ব বহন করে।

২. বর্তমান আবেদনে যে প্রশ্নটি বিবেচনার জন্য উত্থাপিত হয়েছে তা হল 'বিবেচিত বিশ্ববিদ্যালয়' বোর্ডের উত্তরদাতা-ট্রাস্টি কি দুর্নীতি দমন আইন, ১৯৮৮ (এরপরে "আইন ১৯৮৮" হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে) এর ধারা ২ (গ) (xi) এর আওতায় আসা 'সরকারি কর্মচারী',

৩. ব্যবস্থা ভিত্তিক ও নীতি চালিত, স্বচ্ছ ও প্রতিক্রিয়াশীল শাসন নিশ্চিত করার জন্য দুর্নীতির প্রতি শূন্য সহনশীলতা শীর্ষস্থানীয় অগ্রাধিকার হওয়া উচিত। একচেটিয়া হ্রাস এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে স্বচ্ছতা সক্ষম করে দুর্নীতি নির্মূল করা যায় না, তবে কৌশলগতভাবে হ্রাস করা যায়। তবে, দুর্নীতিমুক্ত সমাজ গঠনের জন্য দেশ গঠনের দীর্ঘমেয়াদী নীতির একটি অবিচ্ছেদ্য উপাদান হতে হবে সামাজিক ও নৈতিক কাঠামোকে শক্তিশালী করা।

৪. ১৯৬৪ সালে সন্থানম কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে দুর্নীতি দমন আইন, ১৯৪৭ সংশোধন করা হয়। যদিও, ভারতীয় দণ্ডবিধির নবম অধ্যায়ে সরকারি কর্মচারীদের এবং যারা তাদের অপরাধমূলক অসদাচরণের মাধ্যমে প্ররোচিত করে তাদের মোকাবেলা করার বিধান রয়েছে, তবে দুর্নীতির অপরাধ কার্যকরভাবে মোকাবেলায় এগুলি অপর্যাপ্ত বলে প্রমাণিত হয়েছে।

৫. দুর্নীতি দমন আইনকে আরও কার্যকর করার জন্য সংসদে দুর্নীতি দমন বিল পেশ করা হয়। ১৯৮৮ সালের এই আইনের উদ্দেশ্য ও কারণের বিবৃতি ছিল বিদ্যমান দুর্নীতি বিরোধী আইনগুলিকে আরও বিস্তৃত করে এবং বিধানগুলিকে শক্তিশালী করে আরও কার্যকর করা। ১৯৮৮ সালের এই আইনটি "দায়বদ্ধতার বিভিন্ন পথের ব্যবস্থা করে এর বিস্তৃত পরিধি সরবরাহ করে, যার মধ্যে কয়েকটি বিশেষভাবে উপযুক্ত, তবে কোনওভাবেই সরকারী পদে অধিষ্ঠিতদের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়।"

৬. দুর্নীতির সংজ্ঞা ও অর্থ নিয়ে বেশ কয়েকটি বিচারিক নজির রয়েছে। দুর্নীতির সহজতম সংজ্ঞা হল, কোনও সরকারি কর্মচারীর দ্বারা নিজের, তার পরিবার বা বন্ধুদের জন্য প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে আর্থিক বা অন্যান্য বস্তুগত সুবিধা অর্জনের জন্য যে কোনও কাজ বা বাদ দেওয়া। এই উদ্দেশ্যে প্রাসঙ্গিক ১৯৮৮ সালের আইনের বিধানগুলি উল্লেখ করা উপযুক্ত হবেঃ-

(গ) "সরকারি কর্মচারী" বলতে বোঝায়—

(i)-(x).....

(xi) যেকোনো ব্যক্তি যিনি কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য বা যেকোনো পরিচালনা পর্ষদের সদস্য, অধ্যাপক, রিডার, প্রভাষক বা অন্য যেকোনো শিক্ষক বা কর্মচারী, তাদের পদবি যাই হোক না কেন, এবং যেকোনো ব্যক্তি যার পরিষেবা কোনো বিশ্ববিদ্যালয় বা অন্য যেকোনো সরকারি কর্তৃপক্ষ পরীক্ষা পরিচালনা বা তত্ত্বাবধানের সাথে জড়িত থাকার জন্য ব্যবহার করেছে;

(xii)...”

(গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে)

৭. এটি উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক হবে যে, ১৯৮৮ সালের আইনের আগে, বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারী, অধ্যাপক, রিডার ইত্যাদি ভারতীয় দণ্ডবিধির ২১ ধারায় উল্লিখিত 'সরকারি কর্মচারী'-এর সংজ্ঞার আওতাভুক্ত ছিলেন না। উত্তরদাতার বিজ্ঞ আইনজীবীর যুক্তির মূল বিষয় হলো যে, এখানে উত্তরদাতা একজন বিবেচিত বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রাস্টি, যাকে কোনো অবস্থাতেই সরকারি কর্মচারী হিসেবে বিবেচনা করা যায় না এবং তিনি ১৯৮৮ সালের আইনের ধারা ২(গ)(xi) এর আওতায় পড়বেন না। হাইকোর্ট যদিও উত্তরদাতার বিজ্ঞ আইনজীবীর এই যুক্তিকে গ্রহণ করেছে, তবে ১৯৮৮ সালের আইনের ধারা ২(গ)(xi) এর অধীনে "বিশ্ববিদ্যালয়" শব্দটি যে প্রেক্ষাপটে উল্লেখ করা হয়েছে, সেই প্রসঙ্গে এটি পরীক্ষা করা প্রয়োজন।

৮. ১৯৫৬ সালের একটি আইনের মাধ্যমে ইউজিসি আইন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার মান সমন্বয় এবং নির্ধারণের বিধান তৈরি করার জন্য।

ইউজিসি আইনের ধারা ২(চ) এর অধীনে "বিশ্ববিদ্যালয়" সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে এবং যাদের 'বিশ্ববিদ্যালয় হিসাবে গণ্য' হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে, সেই ঘোষণা ধারা ৩ এর অধীনে বিজ্ঞাপিত হতে হবে এবং ইউজিসি আইনের ধারা ২৩ এ উল্লিখিত বিবেচিত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর আরোপিত বিধিনিষেধও থাকতে হবে। ইউজিসি আইনের প্রাসঙ্গিক ধারাগুলি নিচে দেওয়া হলো:

"ধারা ২(চ)- "**বিশ্ববিদ্যালয়**" বলতে এমন একটি বিশ্ববিদ্যালয় বোঝায় যা একটি কেন্দ্রীয় আইন, একটি প্রাদেশিক আইন বা একটি রাজ্য আইন দ্বারা বা তার অধীনে প্রতিষ্ঠিত বা নিগমিত হয়েছে, এবং এর অন্তর্ভুক্ত রয়েছে এমন যেকোনো প্রতিষ্ঠান যা সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে পরামর্শক্রমে, এই আইনের অধীনে এই উদ্দেশ্যে প্রণীত প্রবিধান অনুযায়ী কমিশন কর্তৃক স্বীকৃত হতে পারে।

ধারা ৩- কেন্দ্রীয় সরকার, কমিশনের পরামর্শক্রমে, সরকারি গেজেটে বিজ্ঞপ্তি দ্বারা ঘোষণা করতে পারে যে, বিশ্ববিদ্যালয় ব্যতীত অন্য যেকোনো উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান এই আইনের উদ্দেশ্যে একটি বিশ্ববিদ্যালয় বলে গণ্য হবে, এবং এই ধরনের ঘোষণা করার পর, এই আইনের সমস্ত বিধান এমন প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে যেন এটি ২ ধারার (এফ) প্রকরনের অর্থের মধ্যে একটি বিশ্ববিদ্যালয়।

"ধারা ২৩- কোনো প্রতিষ্ঠান, তা কর্পোরেট সংস্থা হোক বা না হোক, যা কেন্দ্রীয় আইন, একটি প্রাদেশিক আইন বা একটি রাজ্য আইন দ্বারা বা তার অধীনে প্রতিষ্ঠিত বা নিগমিত বিশ্ববিদ্যালয় ব্যতীত, তার নামের সাথে কোনোভাবেই "বিশ্ববিদ্যালয়" শব্দটি যুক্ত করার অধিকারী হবে না। তবে শর্ত থাকে যে, এই ধারার কোনো কিছুই এই আইন কার্যকর হওয়ার তারিখ থেকে দুই বছরের জন্য এমন কোনো প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না, যার নামের সাথে এই আইন কার্যকর হওয়ার ঠিক আগে "বিশ্ববিদ্যালয়" শব্দটি যুক্ত ছিল।"

৯. ইউজিসি আইনের ধারা ২(চ) এর অধীনে "বিশ্ববিদ্যালয়" হয় কেন্দ্রীয় আইন, একটি প্রাদেশিক আইন বা একটি রাজ্য আইন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়। একই সময়ে, বিধিবদ্ধ আইন দ্বারা সৃষ্ট বিশ্ববিদ্যালয় ব্যতীত উচ্চ শিক্ষার এমন প্রতিষ্ঠানগুলি, কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক অফিসিয়াল গেজেটে বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে ঘোষিত হওয়ার পর, এই আইনের উদ্দেশ্যে বিশ্ববিদ্যালয় বলে গণ্য হবে এবং ইউজিসি আইনের সমস্ত বিধান এমন প্রতিষ্ঠানগুলিতে প্রযোজ্য হবে যেন এটি আইনের ২ ধারার (এফ) প্রকরনের অর্থের মধ্যে একটি বিশ্ববিদ্যালয়।

১০. এটি ভুলে গেলে চলবে না যে, ১৯৮৮ সালের আইনটি, তার পূর্বসূরি অর্থাৎ একই বিষয়ে ১৯৪৭ সালের বাতিল হওয়া আইনের মতো, ঘুষ ও দুর্নীতি কার্যকরভাবে প্রতিরোধের সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য নিয়ে কার্যকর করা হয়েছিল।

১৯৮৮ সালের আইন, যা ১৯৪৭ সালের আইনকে বাতিল ও প্রতিস্থাপন করেছে, জন প্রশাসনকে বিশুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে এর ২ ধারার (গ) প্রকরণে 'সরকারি কর্মচারী'-এর একটি বিস্তৃত সংজ্ঞা অন্তর্ভুক্ত করেছে। আইনটি পাসের জন্য যে বিলটি তৈরি হয়েছিল তার উদ্দেশ্য ও কারণগুলি সহায়ক হিসাবে গ্রহণ করা যেতে পারে, যা আইন প্রণয়নের প্রেক্ষাপট তুলে ধরে। যখন আইনসভা সমাজে ক্রমবর্ধমান দুর্নীতির অভিশাপকে দমন ও শাস্তি দেওয়ার উদ্দেশ্যে "সরকারি কর্মচারী"-এর এমন একটি ব্যাপক সংজ্ঞা প্রবর্তন করেছে, তখন সংজ্ঞার প্রকরণের বিষয়বস্তুকে এমনভাবে সীমাবদ্ধ করা উচিত হবে না যা আইনের মূল চেতনার পরিপন্থী হবে।

১১. ১৯৮৮ সালের আইনের ২য় ধারা (xi) প্রবর্তনের মাধ্যমে, যে কোনও ব্যক্তি বা যে কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ের যে কোনও পদবি সহ যে কোনও পরিচালনা পর্ষদের সদস্যকে "সরকারি কর্মচারী"-এর সংজ্ঞায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং যে কোনও বিশ্ববিদ্যালয় সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়কে অন্তর্ভুক্ত করে, তা সে সংবিধির অধীনে প্রতিষ্ঠিত হোক বা ইউজিসি আইনের ৩য় ধারার অধীনে গণ্য বিশ্ববিদ্যালয় হিসাবে ঘোষিত হোক না কেন। এটা সত্য যে বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষার মান বিবেচনা ও নির্ধারণের জন্য ইউজিসি আইনের বিধানগুলির অধীনে সংসদ এই পার্থক্যটি নির্দেশ করেছে, কিন্তু আমার মতে, বিশ্ববিদ্যালয় এবং গণ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে কোনও পার্থক্য তৈরি করা যায় না, যতদূর পর্যন্ত এটি ১৯৮৮ সালের আইনের ধারা ২ (গ) (xi) এর অধীনে সংজ্ঞায়িত 'সরকারি কর্মচারী' শব্দের সাথে সম্পর্কিত।

১২. ১৯৮৮ সালের আইনের ২য় ধারার (গ) ধারায় 'সরকারি কর্মচারী'-র সংজ্ঞাকে গঠন করে, আদালতকে এমন একটি দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করতে হবে যা আইনসভার অভিপ্রায়কে কার্যকর করবে। আইনসভা ইচ্ছাকৃতভাবে, আইনের ২য় ধারার (গ) ধারায় 'সরকারি কর্মচারী' শব্দটিকে ব্যাপকভাবে সংজ্ঞায়িত করার সময় এবং বিশেষ করে ধারা (xi)-এর উদ্দেশ্য হল 'যে কোনও' শব্দটি অন্বেষণ করা, যার মধ্যে এমন সমস্ত ব্যক্তি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে যারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যে কোনও উপায়ে বা আকারে কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ের বিষয় পরিচালনায় সক্রিয়ভাবে অংশ নিচ্ছেন। এই প্রসঙ্গে, আইনসভা ১৯৮৮ সালের আইনের বিধানগুলি আহ্বান করার উদ্দেশ্যে 'যে কোনও' ব্যক্তি বা 'যে কোনও' পরিচালনা পর্ষদের সদস্যকে 'যে কোনও' বিশ্ববিদ্যালয়ের যে কোনও পদবি দ্বারা 'সরকারি কর্মচারী' হিসাবে অভিহিত করার বিষয়টি বিবেচনা করেছে।

১৩. ওড়িশা উত্তলন সেচ কর্পোরেশন বনাম রবি শঙ্কর মামলায় (২০১৮) ১ এসসিসি ৪৬৮, [২০১৭] ১৩ এসসিআর ৯২১,

[১]২০১৮ (১) এস. সি. সি ৪৬৮

যেখানে এই আদালত একটি বিবেচিত বিশ্ববিদ্যালয় কীভাবে ইউজিসি দ্বারা প্রণীত বিধিমালা অনুযায়ী তার শিক্ষামূলক ফোরাম পরিচালনা করবে সেই সুযোগ ও পরামিতিগুলি পরীক্ষা করেছিল, তার উপর ব্যাপকভাবে নির্ভর করা হয়েছিল।

১৪. তবে বর্তমান মামলার ক্ষেত্রে, বিবেচ্য প্রশ্নটি হলো ১৯৮৮ সালের আইনের ২(গ)(xi) ধারায় উল্লিখিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে দুর্নীতি দমনের বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে 'যেকোনো' বিশ্ববিদ্যালয় শব্দটি। আইনসভা তার প্রজ্ঞাবলে "যেকোনো বিশ্ববিদ্যালয়" শব্দটি উল্লেখ করেছে, যা স্পষ্টভাবে সেই বিশ্ববিদ্যালয়কে বোঝায় যা তার বিধিবদ্ধ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত এবং ইউজিসি আইনের ২(চ) ধারায় উল্লিখিত এবং ইউজিসি আইনের ৩ ধারায় বিবেচিত বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে গণ্য।

১৫. আমার সুচিন্তিত মতে, হাইকোর্টের দেওয়া মতামত আইনত অগ্রহণযোগ্য এবং মেধার ভিত্তিতে উত্থাপিত সমস্ত প্রশ্ন বিচার প্রক্রিয়ার সময় উত্তরদাতার উত্থাপনের জন্য উন্মুক্ত রাখা হয়েছে। সেই অনুযায়ী আপিলটি মঞ্জুর করা হলো। গুজরাট হাইকোর্টের ২রা ফেব্রুয়ারি ২০১৮ তারিখের রায় এতদ্বারা বাতিল করা হলো। কোনো খরচ নেই।

দেবিকা গুজরাল **আপিল অনুমোদিত।**

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/Diganta Mondal